৮৩
জুলাই ২০২৫

# রোজকার অনন্যা

রোজকার সাত সতেরো, সাথে রোজকার রান্নাবান্না

POWERED BY
Shalimar's®

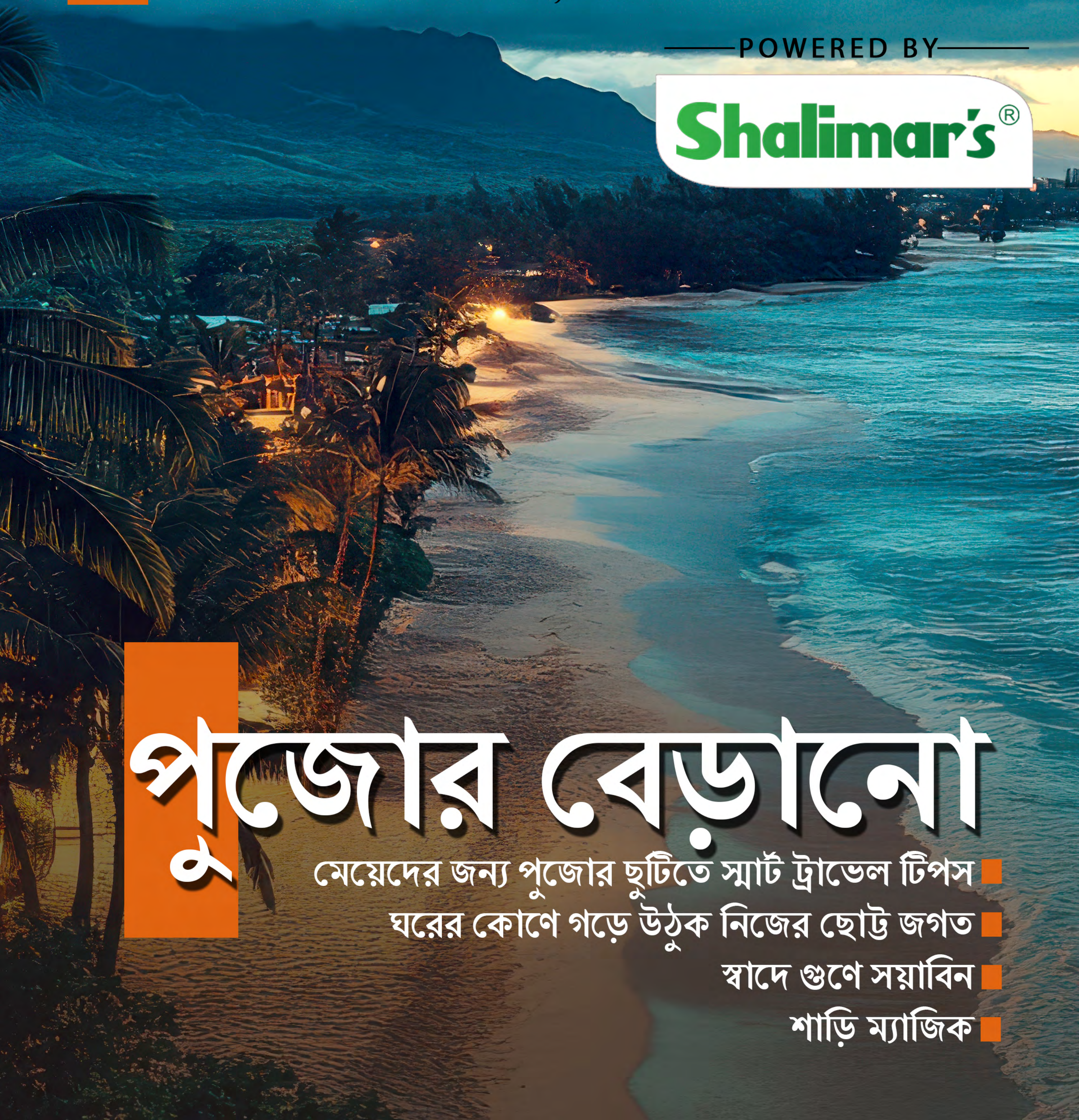

## পুজোর বেড়ানো

- মেয়েদের জন্য পুজোর ছুটিতে স্মার্ট ট্রাভেল টিপস
- ঘরের কোণে গড়ে উঠুক নিজের ছোট্ট জগত
- স্বাদে গুণে সয়াবিন
- শাড়ি ম্যাজিক

# সম্পাদকীয়

পুজো মানেই বেরিয়ে পড়া হইহই করে। কখনও সে বেড়ানো বন্ধুদের সঙ্গে, কখনওবা পারিবারিক। দুই বেড়ানো, দু'রকম মজা। আবার অনেকেই দূরে যেতে চান পাহাড়ে। কেউবা সমুদ্রের ধারে। আবার কেউ কেউ কাছাকাছি, প্রকৃতির কোলে। আশা করি, সকলের ইচ্ছাপূরণ করবে আমাদের এই সংখ্যাটি। অনেকের আবার পুজোর ছুটি থাকলেও বাড়ি থেকে কাজ করতে হবে। তার জন্য কাজের জায়গাটি কেমন হবে, তার টিপস দিয়েছেন। 'টিম অনন্যা' দিয়েছে মহিলা ভ্রামণিকদের জন্য প্রয়োজনীয় টিপস। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর আছে খাওয়াদাওয়া সয়াবিনের সাতকাহন। সুস্মিতার রেসিপি জিভে জল এনে দেবে। পুজোর একদিন রান্না করে দেখুন। গ্যারান্টি দিয়ে বলা যায় জাস্ট জমে যাবে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার, সয়াবিন দিয়ে যে এতরকম পদ বানানো তা আমার জানা ছিল না, হয়তো আপনাদের অনেকেরই নয়। জানা না-জানা প্রসঙ্গ থাক। বরং আমরা বানিয়ে ফেলি চটপট। পুজোর আগে একবার ট্রায়াল রান হোক আপনার আমার হেঁশেলে।

আগে বলেছি, আরও একবার স্মরণ করিয়ে দিই ঘরের কোণে গড়ে উঠুক নিজের ছোট্ট জগৎ অর্থাৎ আপনার বা আপনাদের হোম অফিস কেমন হবে বা কেমন করা উচিত তার একটা ধারণা দিয়েছেন এলিজা। আর তিনি ম্যাজিক দেখিয়েছেন 'শাড়ি ম্যাজিক'-এ!

আশা করি, এই আপনাদের সকলেরই ভাল লাগবে। সকলকে আমাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। ভাল থাকুন। পুজোর আগে সুস্থ থাকুন। বেড়ানো আছে, পুজো প্যান্ডেল হপিং আছে। আর মাস দুয়েক বাকি পুজোর। এখন থেকেই নিজেকে সাবধানে রাখুন, সুস্থ রাখুন।

ধন্যবাদান্তে

# রোজকার অনন্যা পরিবার

## সম্পাদক

দেবযানী মুখোপাধ্যায়

## সম্পাদকীয় বিভাগ

সম্পাদকীয় প্রধান
কমলেন্দু সরকার

কার্যনির্বাহী সম্পাদক
সুস্মিতা মিত্র

সাহিত্য
বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিনোদন
তৃষা নন্দী

স্বাস্থ্য
সুমা বন্দ্যোপাধ্যায়

ফ্যাশন এবং অন্দরসজ্জা
এলিজা

গ্রাফিক্স ও অলংকরণ
সৌরভ ঘোষ

ডিজিটাল হেড
সন্দীপ জানা

বিজ্ঞাপন বিভাগীয় প্রধান
অভিষেক কর্মকার

একটি
# দেবী প্রণাম
প্রকাশনা

যোগাযোগ
সম্পাদকীয় বিভাগ: [illegible] (সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৫টা)
বিজ্ঞাপন বিভাগ: [illegible] (সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৫টা)
EMAIL: rojkaronanya@gmail.com

দেবী প্রণাম প্রকাশনার পক্ষে অমল ঘোষ ও সুতপা ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত
RNI: WBBIL/2016/64960
স্বত্বাধিকারী: অমল ঘোষ ও সুতপা ঘোষ
এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন ও বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কোনো দায় পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়।

Follow us on :
www.shalimars.com

Shalimar's®

# প্রতিটি ফোঁটায় যত্ন
# আর বিশুদ্ধতার আশ্বাস

শালিমার নারকেল তেল,
যুগের পর যুগ ধরে বিশ্বস্ততার আরেক নাম।

Also available on

amazon | Flipkart | METRO | spencer's | SastaSundar app | arambagh's FOOD MART | Reliance | more | bigbasket

# সূচীপত্র

রোজকার অনন্যা
রোজকার সাথে সকলের, সাথে রোজকার বাঙালির
জুলাই ২০২৫

## পুজোর বেড়ানো

কমলেন্দু সরকার ৭

## মেয়েদের জন্য পুজোর ছুটিতে স্মার্ট ট্রাভেল টিপস!

টিম অনন্যা ৭০

## ঘরের কোণে গড়ে উঠুক নিজের ছোট্ট জগত!

এলিজা ৭২

রাঁধুনি ৭৮

স্বাদে গুণে সয়াবিন ৮২
সুস্মিতা মিত্র

শাড়ি ম্যাজিক! ৮৯
এলিজা

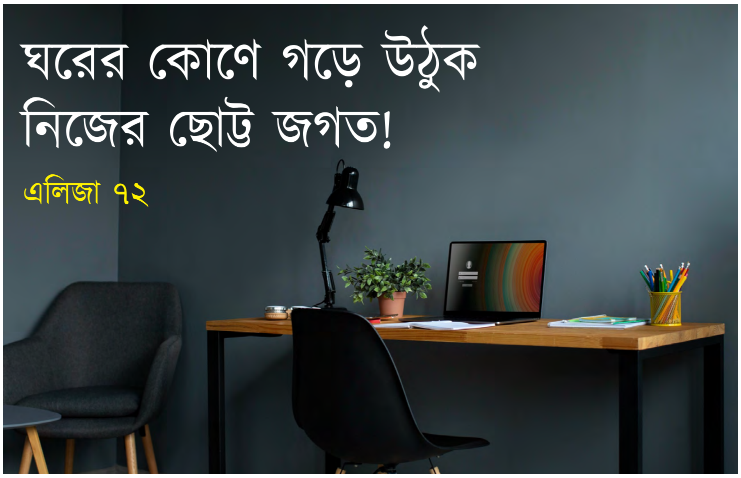



সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

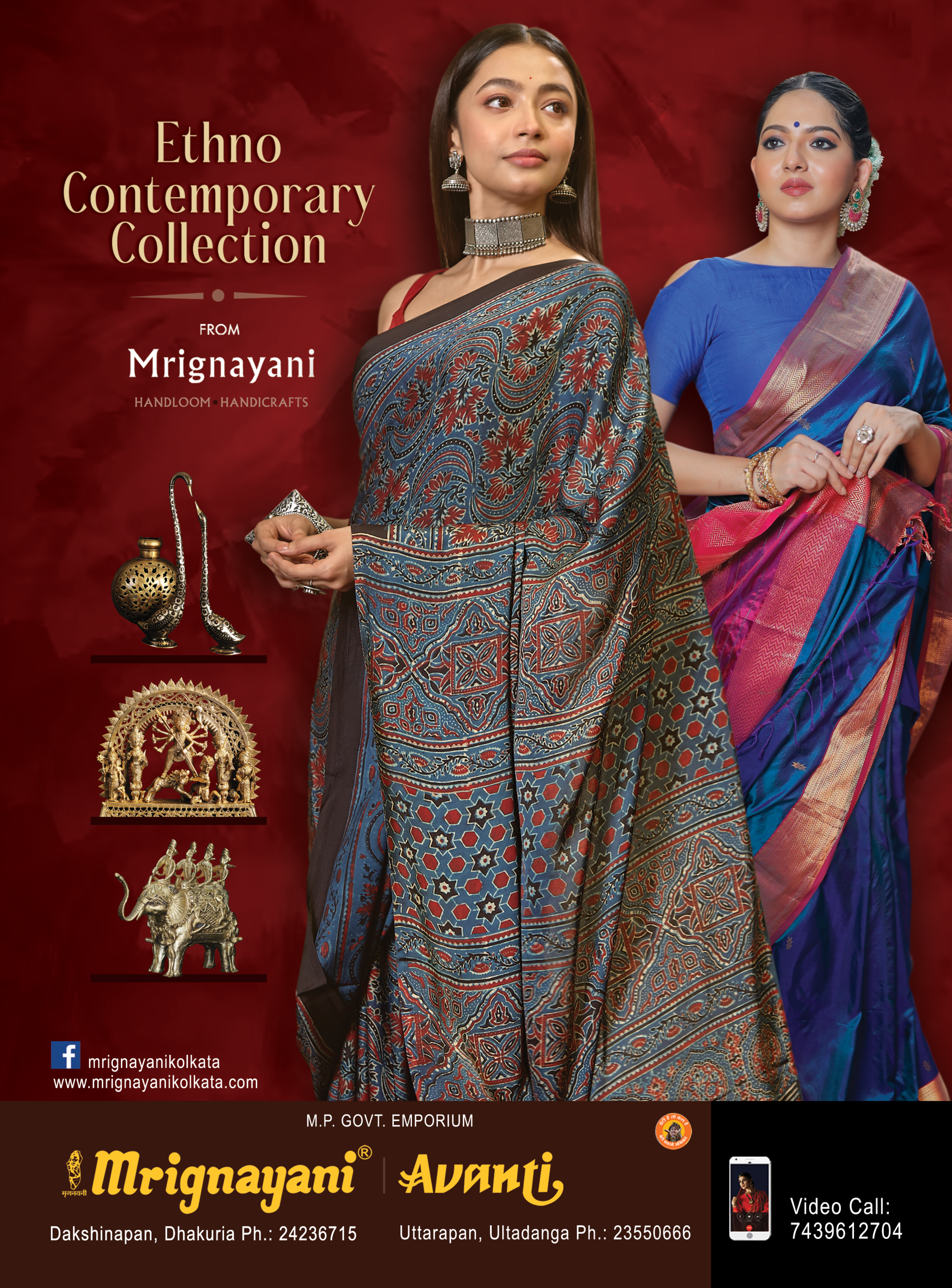

Ethno
Contemporary
Collection
FROM
Mrignayani
HANDLOOM • HANDICRAFTS
mrignayanikolkata
www.mrignayanikolkata.com
M.P. GOVT. EMPORIUM
मृगनयनी
Mrignayani®
Avanti
Dakshinapan, Dhakuria Ph.: 24236715
Uttarapan, Ultadanga Ph.: 23550666
Video Call:
7439612704

# পুজোর বেড়ানো

কমলেন্দু সরকার

পুজোর বেড়ানো দুরকম। এক পুজোর ছুটির সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ পঞ্চমী, ষষ্ঠী কিংবা সপ্তমী বলা যেতে পারে ছুটি বুঝে ছোটা আর দুই হল পুজো কাটিয়ে একাদশীর পর পর কিংবা কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো কাটিয়ে বেরিয়ে পড়া। ঠিকই ধরেছেন, বাড়ির লক্ষ্মীপুজো সেরে রওনা দেওয়া। যাইহোক, বাঙালির বেড়ানোর সেরা মরশুম পুজোর আগে বা পরে। আবার বেড়ানোতেও আছে, বাড়ির লোকজনের সঙ্গে নতুবা একদিন দলবেঁধে বন্ধুরা মিলে নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি। অনেকেই আবার পাহাড়ে হাঁটতে পছন্দ করেন, কিংবা সমুদ্রের ধারে, আবার কেউ অরণ্যে। তবে পরামর্শ রইল পুজোর সময় জঙ্গল এড়িয়ে যাওয়াই ভাল। কারণ, পুজো তো আসে বর্ষার পরপরই তাই জঙ্গলের রাস্তা তখন ঠিক থাকে না। ঠিক আছে জঙ্গলের কথাও কিছু থাকবে। বেড়ানোর হালহদিশ দিচ্ছেন কমলেন্দু সরকার


সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন
www.rojkarananya.com

**KOLKATA:**

5, CAMAC STREET, NEAR THEATRE ROAD (033 40064905)
NEAR PANTALOONS, KANKURGACHI (033 40052214/15/16)

For franchise inquiry, please call on 9158635000 or send email on franchisee@tbzoriginal.com

tbz®
The original since 1864

# এখানে সমুদ্রের ঢেউয়ে বালিয়াড়ি সরে যায় প্রকাশিত হয় ইতিহাস

প্রথমে একটা নতুন জায়গায় যাক। অনেকেই নামের সঙ্গে পরিচিত কিন্তু যাওয়া হয়েই ওঠেনি। আবার অনেকেই নামই শোনেননি! জায়গাটি হল দাপোলি গ্রাম। পাহাড় আর সমুদ্রে সাজিয়ে দিয়েছেন প্রকৃতি। প্রকৃতি তাঁর ঝুলি উজাড় করে দিয়েছেন। প্রকৃতি অপেক্ষায় থাকে ঘুরতে আসা মানুষের। পায়ের শব্দে খুশি হন প্রকৃতি। সমুদ্র উত্তাল হয়ে ওঠে, কয়েকটি ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে বালিয়াড়িতে। আসলে প্রকৃতি স্বাগত জানান অতিথিদের!

মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি জেলার দাপোলিতে ছুটি কাটাতে আসেন পর্যটকেরা। সবুজ অনুচ্চ পাহাড়, পাথুরে বালুকাবেলায় সমুদ্রের অবিরাম ঢেউ ভাঙার রূপ উপভোগে প্রিয় মানুষটিকে নিয়ে আপনিও চলে আসতে পারেন এখানে। গুহা, মন্দির, দুর্গ, সমুদ্রসৈকত— ঘুরে বেড়ানোর জায়গার অভাব নেই এখানে।

মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি ইতিহাস আর প্রকৃতির মেলবন্ধন ঘটেছে। এখানকার ইতিহাস খুবই সমৃদ্ধ। বহু বিখ্যাত মানুষের জন্মস্থানও বটে।

এখানকার ইতিহাস খ্রিস্টপূর্ব যুগের। একদা এখানে শাসন করতেন বৌদ্ধ ও হিন্দু রাজরা। মৌর্য সাম্রাজ্যের শাসনও ছিল। তারপর বহু শাসক এসেছেন, গেছেন। পর্তুগিজরাও নাকি এসেছিলেন। তবে সতেরো

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন
www.rojkarananya.com

নবসাজে মাতোয়ারা
আদি
রেডিমেড
সেন্টার
সম্পর্কের বন্ধন যেখানে চিরন্তন
ADI READYMADE CENTRE PVT. LTD.
স্টেশন রোড, সোদপুর
For Online Shopping
CALL US AT
9830117563 | 7003384398
VISIT AT
www.adireadymadecentre.net
FOLLOW US ON

শতকের মাঝামাঝি মারাঠা সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে আসে বেশিরভাগ অঞ্চল। ইতিহাসের বহু বদল ঘটেছে পরবর্তী সময়ে। সেসব কথা থাক।

রত্নগিরি থেকে কাছে-দূরে কনকাদিত্য সূর্যমন্দির। মন্দির এলাকাটি বেশ বড় এবং ভারী সুন্দর। সারা দেশের মানুষ এখানে আসেন। শোনা যায়, কনকাদিত্য মন্দিরটি নাকি একহাজার বছরের পুরনো। মন্দিরের স্থাপত্য খুব সুন্দর, একেবারে অন্যরকম। কাছেই পরশুরাম মন্দিরের স্থাপত্যও চমৎকার। আরও কয়েকটি মন্দির রয়েছে। সেগুলোও বেশ দৃষ্টিনন্দন। ভাল লাগবে আরব সাগরের তীরে রত্নদুর্গ। এখানকার প্রতিটি ইটে মারাঠা ইতিহাসের কথা লেখা। এই দুর্গর থেকে সুমদ্র উপকূলের নয়নাভিরাম দৃশ্য চোখে পড়ে! রত্নদুর্গ কেল্লাটি ইতিহাসপ্রেমী আর ফোটোগ্রাফাদের স্বর্গরাজ্য! দুর্গের ভিতরে ভগবতী মন্দিরটি খুব সুন্দর। এই দুর্গের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ছত্রপতি শিবাজির নাম। এই কেল্লায় আছে একটি প্রাকৃতিক গুহা! অ্যাডভেঞ্চার প্রেমী এবং যাঁরা ট্রেক করতে ভালবাসেন তাঁদের ভাল লাগবে ধরেশ্বর জলপ্রপাত। আড়াই হাজার ফুট ওপর থেকে পড়ছে ধারেশ্বর। রত্নগিরি পুজোর বেড়ানোর তালিকায় রাখুন ভাল লাগবে। ইতিহাস, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, প্রাকৃতির রূপমাধুরী-- সবমিলিয়ে রত্নগিরি লা-জবাব!

## কীভাবে যাবেন:

রত্নগিরি বিমানবন্দরের কাছেই রত্নগিরি শহর। মিনিট পনেরো লাগবে। কিংবা যেতে পারেন মুম্বইয়ের ছত্রপতি শিবাজি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হয়। তবে সেক্ষেত্রে সময় অনেকটাই বেশি লাগবে। সড়কপথে প্রায় ৩৩০-৩৪০ কিমিএবং তারপর সড়ক বা রেলপথে রত্নগিরি ভ্রমণ করতে পারেন।

## ট্রেনে

রত্নগিরি রেলওয়ে স্টেশন কোঙ্কণ রেলওয়ে রুটের গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশন। মুম্বই, গোয়া, ম্যাঙ্গালোর-সহ অন্যান্য শহরের সঙ্গে যুক্ত করেছে। এই রুটে বেশ কয়েকটি ট্রেন চলাচল করে।

রত্নগিরি থেকে দাপোলি যাওয়া যেতে পারে ট্রেনে অথবা সড়কপথে। ট্রেনে ঘণ্টাখানেকের পথ। সড়কপথে কিছুটা বেশি লাগবে। পাহাড় আর সমুদ্রের মিলমিশে দাপোলি। অনেকেই মুম্বই হয়ে এলিফ্যান্টা কেভ, লোনাভলা বা মহাবালেশ্বর বেড়াতে যাওয়ার কথা ভাবেন। কিন্তু দাপোলি যাওয়ার কথা ক'জনই বা ভাবেন। এতে দোষের কিছু নেই। দাপোলির নাম অনেকেই জানেন না!

এবার পুজোয় অনেকেই ঠিক করেছেন এবছর হবে পারিবারিক ভ্রমণ। বাড়ির ছোট থেকে বড় সবাই যাবে। কার কোথায় যেতে পছন্দ তার একটা ভোট হয়ে গেছে। পাহাড়, সমুদ্র টাই হয়েছে। তাই পাহাড়-সমুদ্র একসঙ্গে পাওয়া যাবে তেমন একটা জায়গার কথা জানা গেছে। জায়গাটি হল-- মহারাষ্ট্রের দাপোলি। এখানে ভিড় কম। সবুজ পাহাড়, বালুকেলায় অনবরত ভেঙে যায় সমুদ্রের ঢেউ! আরও কত, কী আছে! দাপোলি থেকে মিনিট পনেরো-কুড়ির পথ সুবর্ণ

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

বড়বাজারঃ 70, পন্ডিত পুরুষোত্তম রায় ষ্ট্রীট- ফোন– 7044092000 • 208, এম.জি. রোড- ফোন –8420070959
গড়িয়াহাটঃ ট্র্যাঙ্গুলার পার্কের বিপরীতে – ফোন– 7044088408, বেহালাঃ 363, ডায়মন্ড হারবার রোড, 14 নং বাস স্ট্যান্ডের কাছে, ফোন – 8981006500
কাঁচড়াপাড়াঃ বাগ মোড়, হালিশহর – ফোন - 7044062000, বারাসাতঃ হরিতলা মোড় - ফোন - 7044050137
বর্ধমানঃ মিউনিসিপ্যাল বয়েজস্কুলের পাশে- ফোন – 8101707778, কৃষ্ণনগরঃ কোতোয়ালী থানার বিপরীতে – ফোন - 8373052387
তমলুকঃ পদুমবসান, IDBI ব্যাঙ্কের বিপরীতে- ফোন - 9547373451
মেদিনীপুর টাউনঃ বড়বাজার চক, বিজয় কৃষ্ণ কালী এ্যান্ড সন্স জুয়েলার্স–এর পাশে, ফোন - 81700 11506
কাঁথিঃ রূপশ্রী বাইপাস, বি. সরকার জহুরীর পাশে, ফোন - 9046931513

দুর্গ বা গোল্ডেন ফোর্ট। কোঙ্কন উপকূলে ছোট্ট এক গ্রাম হারনাই। গ্রামের কাছেই সমুদ্রের ওপর এই কেল্লা। নির্মাণ করেছিলেন ছত্রপতি শিবাজি । সেই সময় ইংরেজ আর শত্রুদের আক্রমণ থেকে নিরাপদে থাকতে বা নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে ব্যবহার করা হত। সুড়ঙ্গপথে যোগাযোগ ছিল নাকি বন্দরের সঙ্গে। তবে বর্তমানে সুবর্ণ দুর্গে যাওয়ার জন্য ভরসা বলতে নৌকা।

দাপোলি থেকে মিনিট ৪০-৪৫-এর পথ পানহালাকাজি গুহা। জানা যায়, বৌদ্ধ এবং হিন্দু গুহা নিয়ে ২০টি আছে। গুহার কাজ অপূর্ব! এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চমৎকার! গুহাগুলি তৈরির শুরু তৃতীয় শতক থেকে। দূর থেকে অনেকটা অজন্তার মতো লাগে। দাপোলির কাছেই চমৎকার এক প্রাকৃতিক পরিবেশে রয়েছে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ বা hot spring. স্নান করাও যায়। স্নানের জন্য বাঁধানো চত্বরও আছে। বহু পর্যটক রোগমুক্তির জন্য স্নান করেন। জায়গাটির নাম আনহাভার। দাপোলি থেকে মাত্র ৩৫ কিমি দূরে এই উষ্ণ প্রস্রবণটি।

আপনি বা আপনারা কি নিরিবিলি, শান্ত, সমুদ্রবিলাসীর ভিড় কম, এমন একটি সমুদ্রসৈকতের সন্ধানে ছিলেন। তাহলে অবশ্য দাপোলির লাডঘর সমুদ্রসৈকত একনম্বরে থাকবে, এ হলফ করে বলা যায়। প্রকৃতি

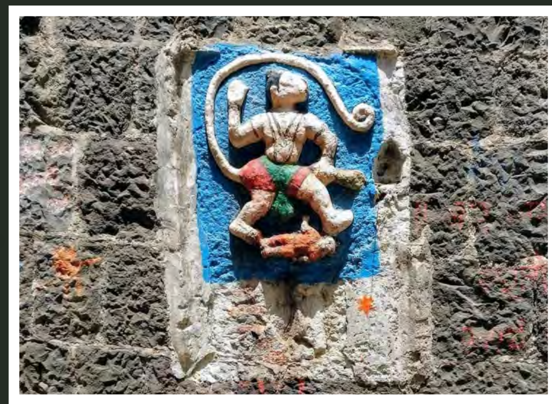

আর সমুদ্রের এমন মিলমিশ আর কোথাও পাবেন কিনা সন্দেহ। লাডঘর সমুদ্রসৈকত মহারাষ্ট্রের কোঙ্কন উপকূলে চমৎকার একটি বালিয়াড়ি। এটি দাপোলি শহর থেকে কমবেশি দশ কিমির মতো।

গাছগাছালি ঘেরা লাডঘর তার রূপ-মাধুর্যে ভরা শান্ত পরিবেশ, মনোরম দৃশ্য, এবং জলক্রীড়ার জন্য পরিচিত। এখানকার সূর্যাস্ত এককথায় অতুলনীয়! সূর্য যখন দিনের শেষে পাটে যায় তখন সারা আকাশ থাকে রক্তিম আভায় মোড়া। সেই আকাশ যখন মুখ দেখে সমুদ্রে তখন অদ্ভুতভাবে সমুদ্রের নীলেও হোলির লাল রং মিশে যায়! ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে নজরে পড়বে ডলফিনের ঝাপুড়ঝুপুড়! দেখার জন্য মোটরবোট আছে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Feel the breeze, wear the ease!
MENSWEAR
WOMENSWEAR
KIDSWEAR
TEENSWEAR
Bhaskar Sriniketan
SUITING SHIRTING
RUBIA
DRESS MATERIAL
BED SHEETS
STORE ▸ BEHALA
+91 89103 75304 / 89100 77945
www.bhaskarsriniketan.com
bhaskarsriniketanbehala

শান্ত এই সৈকতে জলক্রীড়ার হাজারো ব্যবস্থা। কলা বোট রাইড থেকে জেট স্কিইং থেকে প্যারাসেইলিংও করা যায়। এখানে নানারকম সি-ফুড পাওয়া যায়। অবশ্যই তার স্বাদ নেবেন, নইলে ঠকবেন। কেবলমাত্র লাডঘর নয়, আশপাশে একাধিক সৈকত আছে।

রত্নগিরি থেকে কীভাবে আসবেন দাপোলি?

দাপোলির কাছের রেলস্টেশন খেড়। সড়কপথে মুম্বই-গোয়া ১৭ নাম্বার জাতীয় সড়ক ধরে আসতে হবে দাপোলি।

দাপোলির লাডঘরের কাছেই রয়েছে এক বিস্ময়কর সমুদ্রসৈকত আনজারলে। কোঙ্কন উপকূলের সাদা বালিয়াড়ির এই সৈকতটি পর্যটকদের কাছে বেড়াতে যাওয়ার জন্য খুবই লোভনীয়। নারিকেল গাছে ঘেরা যোগ নদীর কাছেই এই সমুদ্রসৈকত। পাহাড়ের ওপর  আছে গণপতি বাবার মন্দির। একটু পরিশ্রম করে ২৫০টি সিঁড়ি ভেঙে ওপরে মন্দির পৌঁছলেই মনের আরাম, চোখের আরাম। সমস্ত ক্লান্তি ভুলে গিয়ে ধরা পড়তে হবে প্রকৃতির রূপ-মাধুর্যে! ওপর থেকে দেখা যায় দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্র এবং নারিকেল গাছে ঘেরা সৈকতের রূপ-লাবণ্য! মনে হবে পৌঁছে গেছি এক রূপকথার দেশে! পাহাড় ছাড়া পুজোর বেড়ানো যেন সম্পূর্ণ হয় না। তাহলে এবার যাই পাহাড়।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

# WWW.8POURE.IN

**HELPLINE : 9830906302 / 9830424928 WHATSAPP : 9674678024**

**INDIA'S FIRST ONLINE SAREE STORE'S SIGNATURE OUTLET**

→ P8 TAGORE PARK, R.N TAGORE ROAD, KOLKATA 700056
(NEAR BARANAGAR METRO STATION)

/POURE8

/8POURE

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

# হিমালয়ের অন্দর-বাহির

একদিন রাত্রে পারিবারিক সভায় ঠিক হল, প্রথমে হরিদ্বার তারপর ভাবা যাবে কোথায় যাওয়া যায়! হংস মধ্যে বক যথা হয়ে বসে আছি। হঠাৎই মুখ চুলকে উঠলো। বললাম, এবার একটু অন্যরকম হোক না। আমি কিন্তু থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার। তবে সবাই মান্যতা দেন।

সবাই বলল, সেটা কেমন! আমি বললাম, এবার তো ছোট কেউ নেই, সেই অর্থে খুব বয়স্ক/বয়স্কাও কেউ নেই। হরিদ্বার দুদিন থেকে গায়ের ব্যথা মেরে চলো গাড়োয়ালের এক প্রত্যন্ত গ্রামে যাই। সেখান থেকে গাড়িতে এপাশ ওপাশ যাই। ভাল লাগবে।

সবাই খুব রোমাঞ্চিত! তবে তাই হোক। এবার পুজোয় গাড়োয়ালের গ্রামে। সবাইয়ের মিলিত রায়ে ঠিক হল বটে কিন্তু দাঁড়াবে কেমন! একজন বললেন, আচ্ছা। এই মণ্ডলের কথা লিখেছিলেন উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

একেবারে ঠিক। একসময় পুণ্যার্থীরা কেদারনাথ থেকে বদ্রীনাথ কিংবা বদ্রীনাথ থেকে কেদারনাথ যেতেন হেঁটে হেঁটেই। কোনও কিছুই ছিল না। পথমধ্যে কোনও কোনও জায়গায় নিতে হত বিশ্রাম। সেই বিশ্রাম নেওয়ার একটি ছিল মণ্ডল চটি। যার কথা লিখে গেছেন উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ওই মণ্ডলের উদ্দেশেই আমাদের যাত্রা করব। সেখান থেকে হাঁটাপথে মা অনসূয়া আর অত্রিমুনির আশ্রম যাব। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে অনসূয়া যাওয়ার পথ। পথে লেপার্ড, ভালুক বা অন্যকোনও হিংস্র জন্তুজানোয়ারের মুখোমুখি হওয়া অসম্ভব নয়। দেখা মিলতেই পারে। অরণ্যের মাঝেমধ্যে বসার জায়গা। পথের ক্লান্তি দূর

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

করবে ঠান্ডা ঠান্ডা পাহাড়-স্পর্শ হাওয়া। শরীর-মন শীতল করে দেবে! বিশাল উন্মুক্ত অনসূয়া মায়ের মন্দির প্রাঙ্গণ! আবহাওয়া পরিষ্কার থাকলে  বহুদূর পর্যন্ত নজরে আসে। রুদ্রনাথ থেকে কল্পেশ্বর যাওয়ার ট্রেকিং রুটও দেখা যায়। অনসূয়া মায়ের মন্দির থেকে রুদ্রনাথ যাওয়ার একটি ট্রেকিং রুটও আছে। তবে একটু কঠিন হাঁটাপথ। অনেকেই পছন্দ করেন এই পথ। এই পথে প্রচুর ভালুক আছে। কালো ভালুক। অনেকেই বলেন, রুদ্রনাথ-কল্পেশ্বর হাঁটাপথে নাকি স্নো লেপার্ডও আছে। অনেকেই যান এই পথে রুদ্রনাথ। কেউ কেউ রুদ্রনাথ থেকে রওনা দেন ট্রেকিং রুটে কল্পেশ্বর।

তবে আমরা কেউই যাব না রুদ্রনাথ। যাওয়ার পরিকল্পনাও নেই বেড়ানোর তালিকায়। অনসূয়া মায়ের মন্দির থেকে নীচে মণ্ডলে। তবে নামার সময় কিছুক্ষণ দাঁড়াতে হবেই জঙ্গলের ভিতর ছোট্ট সেতুটির নীচে। নীচ দিয়ে বয়ে চলেছে পাহাড়ি নদী। দুরন্ত তার তেজ। বয়ে চলা নদীর জলের শব্দ পাহাড়ি বাতাসে তাল মিলিয়ে ভেসে যায় আকাশে। সেতুর ওপরে দাঁড়াবার জায়গাটি আমার ধারণা পৃথিবীর সেরা রোম্যান্টিক জায়গা। চারিপাশে অরণ্যানী। শরীরে অরণ্যের ছোঁয়া শরীরে শিহরন জাগায়! সেইসঙ্গে বন্যপ্রাণের হঠাৎ উপস্থিতির ভাবনা শিহরিত করে তোলে। অপার শান্তির জায়গা! নদীর নাম অমৃত গঙ্গা। প্রচুর মাছ আছে নদীতে। তবে বালখিল্য নদীতে মাছের সাঁতার দেখা যায়। এই নদীতে রয়েছে প্রচুর

ট্রাউট মাছ। তার স্বাদ আহা!
আমাকে একজন বললেন। তুমি এত খবর জানলে কী করে! বললাম। একাধিকবার গেছি। এবার যেতেও আপত্তি নেই। প্রতিবারই মনে হয় নতুন জায়গায় এলাম!
অনসূয়া মায়ের মন্দির যাওয়ার পথেই ভগতের লজ। জায়গাটি ভীষণ সুন্দর! বারান্দায় দাঁড়ালে হাতছানি দেয় হাত-ছোঁয়া দূরত্বে বিশাল পাহাড়টি। চারপাশে  পাহাড়ের সারি আর জঙ্গল! এখন নতুন কিছু  দোকানপাট হয়েছে। লজটিও সামান্য হলেও গায়েগতরে বৃদ্ধি পেয়েছে । তবে মন্দ নয়। পাহাড়ের নীচে অনসূয়া মায়ের মন্দির যাওয়ার পথে নতুন থাকবার লজটি অপূর্ব! সেখানেই থাকার পরিকল্পনা হল।
ভগতের রান্নার হাতটি বড় ভাল। যে-কোনও রান্না একেবারে অমৃত-সমান! রাতের খাওয়াটি একেবারে লা-জবাব! লেঙুড়া শাক আর মাণ্ডুয়ার রুটি। ফাইভ স্টারের খাবারকে দশ গোলে হারাবে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি। ভগতের কাছে খেয়েছিলাম। অসাধারণ রাঁধুনি ভগত, ভগত সিং বিষ্ট। ভূগোলে এমএ আর ভাই প্রমোদ সায়েন্স স্নাতক হয়ে পরে ইতিহাস এবং হিন্দিতে এমএ করেছেন। দু'জনেরই রান্নার হাত অসাধারণ। আর চা-ও করেন দারুণ। একদিন ভগত আমাদের খাইয়েছিল ট্রাউট মাছ। ঝোল আর কালিয়ার সংমিশ্রণে একটি রান্না।
মণ্ডলে বয়ে চলা বালখিল্য নদীতে প্রচুর ট্রাউট মাছ পাওয়া যায়। স্থানীয়রা অদ্ভুত এক উপায়ে ট্রাউট মাছ ধরেন। ভগতের ভাই প্রমোদ ট্রাউট মাছ ধরার কৌশলটা জানে। বেশ বড় সাইজের মাছ। অপূর্ব খেতে! রান্নাও ছিল জব্বর!
মণ্ডল থেকে গোপেশ্বর ১২-১৩ কিমির পথ। ছোট্ট একটি ঝলমলে পাহাড়ি শহর। এখানে গাড়োয়ালের অন্যতম পুরনো এবং বৃহৎ পাথরের মন্দির।
জানা যায়, গাড়োয়ালের অন্যতম পাথরের বড় মন্দির।  নামে গোপীনাথজির মন্দির হলেও এখানে মহাদেবের অবস্থান। এবং পঞ্চ কেদারের এক কেদার রুদ্রনাথজির শীতকালীন আবাস। শীতকালে ওপর থেকে নেমে এই মন্দিরে থাকেন। মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করলে মনের ভাব বদলে যায় আপন খেয়ালেই! অতিবড় নাস্তিকেরও ভক্তিতে অবনত

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Authentic
Bengal Handlooms,
straight from
the Loom
A FIRM OF MORE THAN 100 YEARS
bnd
Biswambhar Nag Das & Co.
TANGAIL
BALUCHORI
DHONIAKHALI
SHANTIPURI
LILEN
MOTKA
BHAGALPURI
KOTKI
KANTHA
PRINT
BAHA
WHOLESELLER
ENQUIRY
033 22729030
Biswambhar Nag Das & Co:
67, Burtolla Street, Burrabazar, Kolkata 700007

হবে মাথা। অপূর্ব তো বটেই, অদ্ভুত এক পরিবেশ বিরাজমান মন্দিরের অভ্যন্তরে!
এখান থেকে ঘণ্টা তিন-সাড়ে তিনের জার্নি কার্তিক স্বামী। ফেরার পথে রুদ্রপ্রয়াগে চরকি দিলাম।
শিবের অন্য আর এক নাম রুদ্র। তাঁর নামেই পঞ্চ প্রয়াগের এই প্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ। অলকানন্দা ও মন্দাকিনী নদীর পবিত্র সঙ্গমস্থলেই এই প্রয়াগ। মন্দাকিনী এবং অলকানন্দা দুই নদীর মিলনে সৃষ্টি হয়েছে এক অভূতপূর্ব সৌন্দর্য! প্রয়াগের ওপরই গাড়োয়াল বিকাশ নিগমের থাকবার জায়গা। ঘরের ব্যালকনি থেকে অপূর্ব লাগে রুদ্রপ্রয়াগ!
মানুষের বিশ্বাস, এই সঙ্গমে শিব সঙ্গীতের সমস্ত রাগ-রাগিণী শিখিয়েছিলেন নারদকে। সঙ্গীতের রহস্য আয়ত্ত করার জন্য, নারদ শিবের তপস্যা করেছিলেন রুদ্রপ্রয়াগে। যে-শিলায় বসে তপস্যা করেছিলেন নারদ সেই নারদশিলা ২০১৩-র উত্তরাখণ্ডের বন্যার বিপর্যয়ে ভেসে গেছে। নারদের তপস্যায় খুশি হন মহাদেব। শিব আবির্ভূত হলেন তাঁর রুদ্র রূপে। সঙ্গীতের সবকিছু তাঁকে শেখান। রুদ্রপ্রয়াগকে বলা শিবের স্থান।
রুদ্রপ্রয়াগ থেকে ঘণ্টা দেড়েকের পথ কনকচৌড়ি। এখানে নেমে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে তিন কিমি হাঁটাপথে পৌঁছনো যায় কার্তিক স্বামী। তবে এখন ঘোড়া চলে যায় মন্দিরে। ভাড়া বাজেটের মধ্যেই, খুব বেশি নয়। হেঁটে গেলে স্থানীয় একজন গাইড নিয়ে যাওয়াই ভাল। হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে জঙ্গলে। দু'একটি জায়গায় কার্তিক স্বামী যাওয়ার ঠিক পথটি গণ্ডগোল হতে পারে। তাছাড়া এই অরণ্যে প্রচুর লেপার্ড আর ভালুক আছে। মুখোমুখি হওয়া বিচিত্র নয়! আমাদের আগেই বলে দেওয়া হয়েছিল দলবেঁধে যেতে। কখনওই একা হতে বারণ করেছিল। এখন অতটা ভয় না-থাকলেও, কেউই দলছাড়া হবেন না।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

তবে ভালুক থেকে সাবধান।

আড়াই কিমি হাঁটাপথে অতটা অসুবিধা নেই। কিন্তু শেষ আধ কিমি বেশ চড়াই। এখন সিঁড়ি হয়ে গেছে। তবে চড়াই শেষে ওপরে উঠে যা দেখলাম, তা জন্মজন্মান্তরেও ভুলব না! প্রকৃতি তার সৌন্দর্যের রূপমাধুরী উজাড় করে দিয়েছে! কার্তিক স্বামী সৌন্দর্যের রূপমহল! এই রূপমহলে কোনও ঘেরাটোপ নেই। নেই কোনও দরজা-জানালা! পুরোটাই উন্মুক্ত। মন্দিরের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে ডানদিকে গাড়োয়াল হিমালয়ের সব বরফাচ্ছাদিত পর্বতশ্রেণি। তারা তাদের সৌন্দর্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে সৌন্দর্যপ্রেমীদের জন্য! বাঁদিকে অরণ্যের সবুজ। এই রূপকথার পাহাড়ের এত রূপ-মাধুর্য আরও কোথাও কোথাও থাকতে পারে হয়তো, কিন্তু কার্তিক স্বামী মন-প্রাণ ভরিয়ে দেয়! ফিরতে মন চায় না! তবুও ফিরতে হয়। মনে করিয়ে দেয় কেউ, তোমরা তো সমতলের নাগরিক।

মণ্ডল থেকে দিনের দিন ফিরে আসা যায় গাড়ি নিলে। পরদিন কি করবেন ভাবছেন। অত ভাবনার কিছু

নেই। একটা গাড়ি নিয়ে চলে যান সারি গ্রাম। সেখান থেকে হেঁটে দেওরিয়া তাল। এর সৌন্দর্য অবর্ণনীয়! স্থানীয়দের বিশ্বাস, এই তালে রাত্রিবেলা স্নান করতে দেবতারা আসেন স্বর্গ থেকে মর্তে। স্নান সেরে নতুন পোশাক পরে আবার রওনা দেন স্বর্গের পথে!

সারি থেকে দেওরিয়া তাল ছোট্ট ট্রেকিং। কিন্তু ভয়ংকর সুন্দর! রডোডেন্ড্রন, ওক, দেবদারু ইত্যাদি গাছের অরণ্যের মাঝে পথ চলা। সে-এক স্বর্গীয় অনুভূতি! সারি থেকে ঘণ্টা আড়াই-তিন লাগে। মাত্র তিন কিমি চড়াই-উতরাই পথ। তবে চড়াই বেশি, উতরাই কম। যেতে যেতেই গ্রামের রাস্তায় পড়ে একটা মন্দির। একেবারে গাড়োয়াল মন্দির স্থাপত্যেই তৈরি।

আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার থাকলে দেওরিয়া তালের জলে প্রতফলিত হয় চৌখাম্বা, বান্দরপুঁছ, নীলকণ্ঠ, কালানাগ, কেদার পর্বতমালা ইত্যাদি ইত্যাদি। সে এক অপূর্ব দৃশ্য!

মণ্ডল ফেরার পথে চোপ্তা। সেখান থেকে তুঙ্গনাথ। পঞ্চকেদারের সবচেয়ে উঁচু কেদার। চোপ্তা ভ্যালি ভীষণ সুন্দর। চোপ্তাকে বলা হয় ভারতের সুইজারল্যান্ড। আমি বললাম, চোপ্তায় একটা রাত কাটানো উচিত। নইলে চোপ্তার সৌন্দর্য অনুভব করা যায় না। চোপ্তায় রাত কাটালে ভোরবেলা পাহাড়ি পাখির ডাকে ঘুম ভাঙবে। ভোরের বাতাসে পাহাড়ি গাছগাছালির অপূর্ব এক গন্ধ আসে নাকে! ফলে, সজাগ হয়ে ওঠে পঞ্চ ইন্দ্রিয়। এমনকী, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ও! ঘুম থেকে উঠে তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়া তুঙ্গনাথের পথে। পেটপুজোর পর শিবপুজো। তাই ওপর দিকে হন্টনের জন্য তৈরি। চলো তুঙ্গনাথ।

পঞ্চ কেদারের তৃতীয় কেদার তুঙ্গনাথ। চোপ্তা থেকে সাড়ে তিন কিমি হাঁটাপথে পৌঁছনো যায় তুঙ্গনাথ। এখানে পূজিত হয় মহাদেবের বাহু। কিংবদন্তি, তুঙ্গনাথ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন। পরবর্তী সময়ে নতুন করে এই মন্দির


সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Also available on
amazon Flipkart METRO spencer's SastaSundar app arambagh's FOOD MART Reliance more bigbasket

পুনর্নির্মাণ করেন শঙ্করাচার্য। এবং তিনিই প্রথম মন্দিরে নিয়মিত পুজো চালু করেন। তুঙ্গনাথে শিবপুজো নিয়ে একাধিক কিংবদন্তি চালু। যেমন, শিবকে নিজের পতি হিসেবে পাওয়ার জন্য পার্বতী পুজো করেন এখানে। শিবের বর পাওয়ার জন্য এবং তাঁকে খুশি করার রাবণ তুঙ্গনাথে এসে তপস্যা করেছিলেন। রাবণকে বধ করার পর ব্রহ্মহত্যার অভিশাপ কাটানোর জন্য রামচন্দ্র চন্দ্রশিলায় তপস্যা করেন।

তুঙ্গনাথ মন্দির থেকে দেড় কিমি হাঁটাপথে পৌঁছনো যায় চন্দ্রশিলা। তেরো হাজারেরও বেশি উচ্চতায় চন্দ্রশিলা থেকে সূর্যোদয় দেখা সারাজীবনের অন্যতম সেরা অভিজ্ঞতা। ৩৬০ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে দৃশ্যমান তুষারাবৃত চৌখাম্বা, নন্দাদেবী, নন্দাঘুন্টি, কামেট, নীলকণ্ঠ, সুদর্শন, মেরু-সুমেরু, শিবলিঙ্গ ইত্যাদি। চন্দ্রশিলার ওপরে রয়েছে গঙ্গাদেবীর ছোট্ট একটি মন্দির।

তবে চন্দ্রশিলা যেতে হলে একটি রাত থাকতেই হবে তুঙ্গনাথে। ওপরে মন্দির কমিটির থাকবার জায়গা আছে। এক-আধটি রাত কাটানোর পক্ষে মন্দ নয়, বেশ ভালই। তবে খাবারতালিকায় রুটি সঙ্গে রাজমা, মটর, শাকসবজির তরকারি পাওয়া যায়। তবে সবচেয়ে উপাদেয় খিচুড়ি আর আলুই হোক বা অন্যকিছুর ভাজাভুজি। সঙ্গে আচার। বারো হাজারেরও বেশি উচ্চতায় শীতের কামড়ের সঙ্গে খিচুড়ি আর ভাজা লা-জবাব!

তুঙ্গনাথের যাত্রাপথটি ভারী সুন্দর! অভূতপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য! সবুজাবৃত পায়ে চলার পথ। পাহাড়ি গাছগাছালির ছায়াবৃত পথে কিছুটা হেঁটে গেলেই নজরে আসবে অপরূপ এক বুগিয়াল! যার

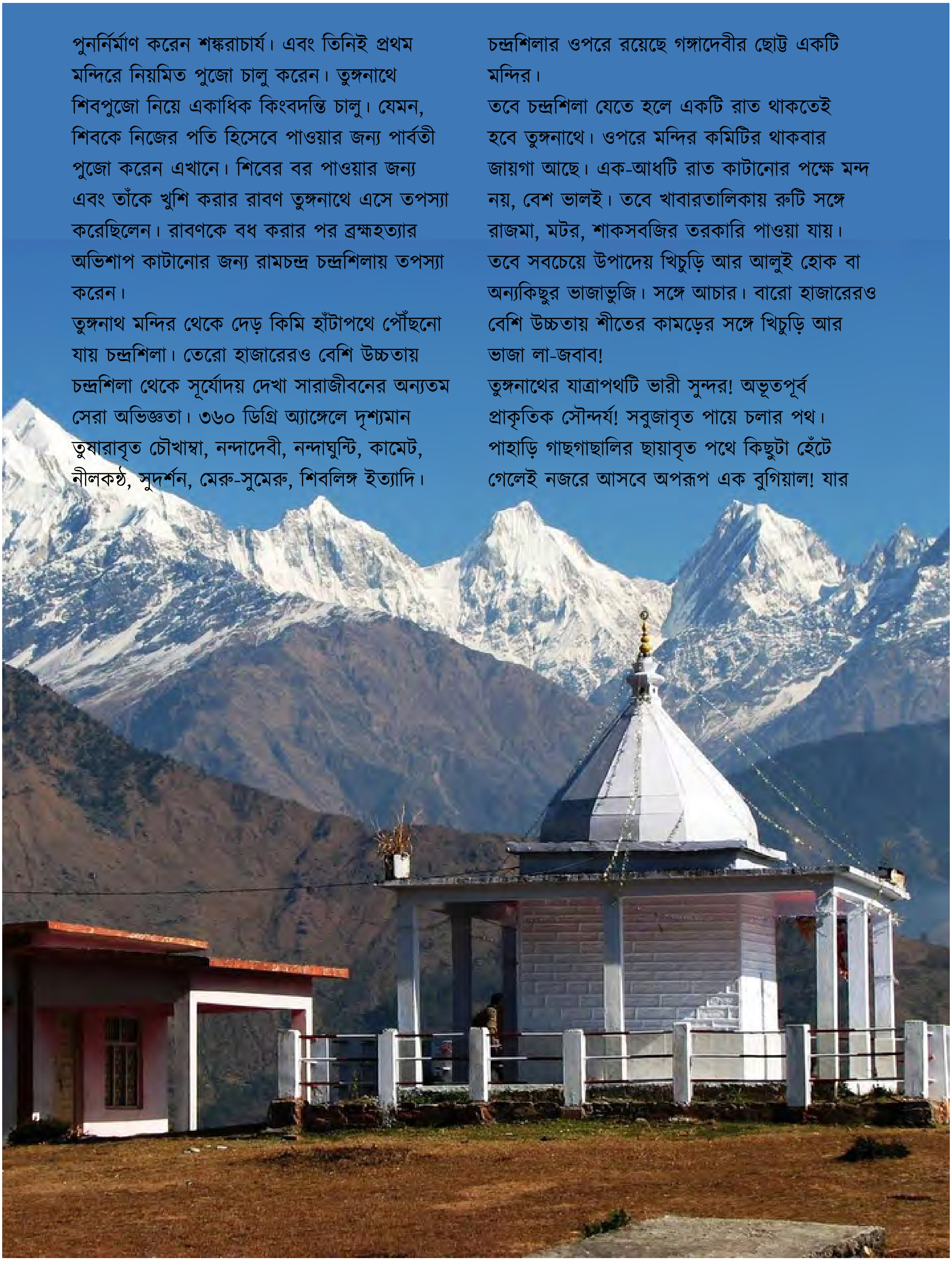


সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

গর্বের
১২৫
বছর
১২৫ বছরের ঐতিহ্যে বিশ্বাস
রূপ, স্বাস্থ্য আর ঐতিহ্যের মেলবন্ধন
ঐতিহ্য শুধু সংরক্ষণ নয়, ব্যবহারেও হোক
বগলা চরণ কুণ্ডু®
-------ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধন-------
Shyambazar Five Point
1 R.G.KAR ROAD, Kolkata, West Bengal 700004
WE HAVE NO BRANCH
7980603470
www.bagalacharankundu.com
WHOLESALE & CORPORATE ORDERS : 8910369560

আকর্ষণ আর হাতছানি উপেক্ষা করা অসম্ভব। হাঁটার সব ক্লান্তি মুছে দেয় প্রকৃতির এই সবুজ রুমাল। তুঙ্গনাথ সেরে ফিরতে হবে মণ্ডল। ওখানেই আসল আস্তানা।

না, এতটুকুতে গাড়োয়াল ভ্রমণ হয় না। আবার সামনের বার গাড়োয়ালের অন্য পথে, অন্য কোথাও যাওয়া যাবে। তাহলে চট করে কুমায়ুনটা ঘুরে নেওয়া যাক।

বহুদিনের ইচ্ছে মায়াবতী যাওয়ার। সময় হলে সুযোগ হয় না, সুযোগ এলে সময় হয় না! ঠিক হল একবার মায়াবতী যাবই। তবে পুজোর সময় নয়, আগে।

বরেলি রেলওয়ে স্টেশনে নেমে লোহাঘাট গেছিলাম। লোহাঘাট থেকে মায়াবতীর উদ্দেশে পাড়ি দেওয়া দিই। লোহাঘাট থেকে মায়াবতী মাত্র আট কিমি। সেখানে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের থাকবার জায়গা। থাকা-খাওয়া বিনামূল্যে। অন্যকোনও থাকবার জায়গা মিলবে না। রামকৃষ্ণ মিশনের থাকবার জায়গাটি কলকাতার অফিস থেকে বুকিং করিয়ে নিতে হবে নইলে থাকবার জায়গা মেলা কঠিন।

১৮৯৯-এর ১৯ মার্চ স্বামী বিবেকানন্দ এখানে নির্মাণ করেছিলেন অদ্বৈত আশ্রম। এখানে কোনও মন্দির নেই , বিগ্রহ নেই, নেই কোনও পুজোপাঠ। চারদিকে পাহাড় ঘেরা। আবহাওয়া ভাল থাকলে বহু তুষরাবৃত পাহাড়মালা চোখে পড়বে। আর জঙ্গল। ভয়ংকর অরণ্য। সেই অরণ্যমাঝে বিবেকানন্দ ধ্যান করতেন ধ্যানকুটিরে। জায়গাটির নাম ধরমগড়। সেখানে গেলেই গা-ছমছম করে! কিন্তু আশ্রমের সামনে দাঁড়ালেই মন ভরবে প্রশান্তিতে, আনন্দে! ফুলের বাগান। রংবেরঙের ফুল শোভাবর্ধন করছে আশ্রমের। দূরে বহুদূরে বিস্তারিত পাহাড় শ্রেণি। তার মধ্যে আছে বরফমাখা সাদা পাহাড়।

অতীতে এর নাম ছিল মাইপীঠ। এই স্থানটিকে ঘিরে আছে পাহাড় আর অরণ্য। এক অপূর্ব মায়াময় পরিবেশ। আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল! হয়তো সেই কারণে স্বামীজি নামকরণ করেছিলেন মায়াবতী। চারিপাশে

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ফুলের মেলা, রঙের হাট, মায়াবতী না এলে এর সৌন্দর্য উপভোগ করা যায় না। আশ্রমের নীচে বয়ে চলেছে সারদা নদী। সবমিলিয়ে মায়াবতী মনের শান্তি, আত্মার আরাম!

মায়াবতী দিন তিনেক থেকে লোহাঘাট নেমে সামান্য খেয়েদেয়ে ন'কিমি দূরে অ্যাবট মাউন্ট। চারপাশে দেওদার বা দেবদারুর অরণ্য। এখান বরফমোড়া পাহাড়ের শৃঙ্গিগুলি চমৎকার লাগে। তার মধ্যে রয়েছে--- নন্দাঘুন্টি, নন্দাদেবী, ত্রিশূল ইত্যাদি।

এবার আমাদের গন্তব্য পিথোরাগড়। লোহাঘাট থেকে পিথোরাগড়ের দূরত্ব মাত্র ৬০ কিমি, গাড়িতে ঘণ্টা দেড়েক।

যাওয়ার পথটি চমৎকার। পিথোরাগড় হল কুমায়ুনের কাশ্মীর। বেশ খোলামেলা জায়গা। চারিদিকে হিমালয়। তারই মাঝে ফার, পাইন, দেবদারুর অরণ্য। গাছগাছালির ফাঁকফোকরে কান পাতলেই শোনা যায় বাতাসের সঙ্গে মিশে আছে ঝরনার শব্দ। হ্যাঁ, পিথোরাগড়ে বহু নদী আর ঝরনা। তারা নেমে এসেছে হিমালয় থেকে। ছোট্ট শহর পিথোরাগড়। কাছেই আছে কয়েকটি মন্দির।

পিথোরাগড়ে দুটি রাত কাটিয়ে রওনা দিলাম মুন্সিয়ারি। তবে, মুন্সিয়ারি যাওয়ার আগে একরাত্রের

জন্য থাকা বিরথি। কুমায়ুন মণ্ডল বিকাশ নিগমের থাকার জায়গাটি বেশ সুন্দর। পিছনের ব্যালকনিতে এলেই দেখা যায় বিরথি জলপ্রপাত। জানা গেল, ১২৫ ফুট ওপর থেকে পড়ছে বিরথি। মনে হয়, হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে। এলোমেলো বাতাসে ঝরনার জল উড়ছে। ঝরনার কাছে যাওয়া যায়। তাই বাইরে ছোটখাট পাহাড় ডিঙিয়ে ঝরনা কাছে গেলাম। তবে খুব কাছে নয়।

বিরথির একরাতের পর রওনা হই মুন্সিয়ারি। তবে বিরথি থেকে মুন্সিয়ারির দূরত্ব বেশি নয় মাত্র ৩৪ কিমি। বিরথি থেকে মুন্সিয়ারির পথে ১১ কিমি দূরে কালামুনি টপ। প্রচণ্ড ঠান্ডা এখানে। এখান থেকে পঞ্চচুল্লির দৃশ্য যারপরনাই অপূর্ব! আমরা যখন কালামুনি টপে তখন হঠাৎই বরফ পড়ে গাড়ির উইন্ড স্ক্রিন সাদা করে দিল। কিছুক্ষণপর  বরফ পড়া থামতে সব সাফসুতরো করে মুন্সিয়ারি দিকে এগোনো গেল। গাড়ি খুব সাবধানে যাচ্ছে। এখানে আছে বহু পুরনো এক কালীমন্দির। সমস্ত গাড়ি এখান থামে। কালামুনি টপ থেকে মাত্র ২৩ কিমি মুন্সিয়ারি। ভোরের সূর্যকিরণে ঝলমল করে ওঠে পঞ্চচুল্লি! ক্ষণে ক্ষণে রং বদলায় তুষারাচ্ছন্ন পঞ্চচুল্লি! মুন্সিয়ারির উচ্চতা সাতহাজারের সামান্য বেশি। খুব ঠান্ডা। ছবির মতো সুন্দর মুন্সিয়ারি যেন একটি পিকচার পোস্টকার্ড! ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে মুন্সিয়ারির সৌন্দর্যের মুনশিয়ানা

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

sprish
SHOP NOW
www.sprishstudio.com | Follow us on

দেখার মতো! স্থানীয় ভাষায়, মুন্সিয়ারির অর্থ বরফের খেত। শীতে গেলে বোঝা যায় অর্থের যথার্থতা। একহাঁটু বরফে ঢাকা পড়ে চারিপাশ। মুন্সিয়ারি নিজের রূপসৌন্দর্যের অস্মিতায় অহংকারী। দাপুটে সৌন্দর্যের অহংকারীদের যেমন ভাল লাগে, ঠিক তেমনই চোখ ফেরানো যায় না মুন্সিয়ারি দিক থেকে। তার কাছে নতজানু হতেই হয়।

মুন্সিয়ারিকে চোখের আড়াল করে এগোলাম চৌকরির দিকে। চৌকরির সৌন্দর্য আবার ভিন্নরকম। দূরে খোলা আকাশ। খোলা আকাশের বারান্দায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পাহাড়গুলো! এখান থেকে দৃশ্যমান পঞ্চচুল্লি, নন্দাদেবী, নন্দাকোট, চৌখাম্বা, ত্রিশূল ইত্যাদি ইত্যাদি।

চৌকরির আর এক সৌন্দর্য এখানকার পাহাড়ের ঢালে চা-বাগান। আর আছে কস্তুরিমৃগশালা। দুর্লভ কস্তুরিমৃগের আবাস হিমালয়ের অরণ্য। ক্রমশ এই কস্তুরিমৃগের সংখ্যা কমে আসছে। তাই চৌকরির তিন কিমি মতো দূরে গড়ে উঠেছে গবেষণা কেন্দ্র। একেবারে জঙ্গলের ভিতর। গাড়ি থেকে নেমে কিছুটা হাঁটাপথ। স্থানীয় এক যুবকের কাছে জানা গেল, এই এই পথটিই বাঘ চলাচলের পথ। তাই সাবধানে যেতে বলল। সঙ্গে এটাও বলে, এখানকার বাঘ মানুষখেকো নয়। এখান বাঘ মানুষকে আক্রমণ করেছে বলে জানাও নেই।

চৌকরিতে দু'টি রাত্রিযাপনের পর গন্তব্য গাঙ্গোলিহাট। চমৎকার জায়গা। 'অরণ্যের দিনরাত্রি'র মতো অরণ্য। গাছের ছায়ায় নকশা কাটা পাহাড়ি পথে! এখানে আছেন দেবী মহাকালী। ইনি খুবই জাগ্রত দেবী। শোনা যায়, অতীতে নাকি দেবীকে খুশি রাখতে নরবলি দেওয়া হত। এছাড়াও একাধিক দেব-দেবীও আছেন। আট শতকে আদি শঙ্করাচার্য আসেন।

দু'কিমি দূরত্বে আছে মানকেশ্বর মন্দির আর মানকোটি রাজাদের দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। গাঙ্গোলিহাট থেকে বেরিনাগ ঘণ্টাখানেকের রাস্তা। এখানকার বেরিনাগ মন্দিরটি বিখ্যাত। দেখার মতো। এখান থেকে পঞ্চচুল্লিও দৃশ্যমান এবং অপূর্ব তার রূপসৌন্দর্য! গঙ্গোলিহাট থেকে মাত্র ১৮ কিমি পাতাল ভুবনেশ্বর। পাইন, দেবদারু অরণ্য আর পাহাড় ঘেরা শিহরন জাগানো গা-ছমছমে পরিবেশে পাতাল ভুবনেশ্বর, চুনাপাথরের গুহা । দর্শন করা যায় গণেশের কাটা মাথার পাথর রূপ! গণেশের মাথায় টপটপ করে জল পড়ে ব্রহ্মকমল থেকে। কিংবদন্তি হল, গণেশের মাথাটি কেটে এখানে লুকিয়ে রেখেছিলেন মহাদেব। যাঁরা পাতাল ভুবনেশ্বর দর্শন করেন তাঁদের তিন তীর্থ দর্শনের পুণ্য হয়। এই তিনটি তীর্থ হল--- অমরনাথ, কেদারনাথ, বদ্রীনাথ। পাতাল ভুবনেশ্বর ঘিরে প্রচলিত বহু কিংবদন্তি।

কিংবদন্তি, শিব নিজেই বাস করতেন পাতাল ভুবনেশ্বরে। অন্যান্য দেবতারাও আসেন এই গুহায়। পঞ্চ পাণ্ডবেরা নাকি পাশা খেলেছিলেন এই গুহাতেই। এই গুহা খুঁজে পান জগৎগুরু শঙ্করাচার্য। গুহার তিনি মুড়ে দেন শিবলিঙ্গটিকে তামা দিয়ে । তার কারণ, শিবলিঙ্গ থেকে নির্গত হচ্ছিল প্রচণ্ড আলোর তেজ। যা মানুষকে অন্ধ করে দিত। পরবর্তী পুনরায় এই গুহা চলে যায় লোকচক্ষুর অন্তরালে। জানা যায়, আবার এই গুহা খুঁজে পান চন্দ রাজারা। একটি পাথর রয়েছে সেটি নাকি কলিযুগের প্রতীক। সেই পাথরটি ক্রমশ ধীরে ধীরে ওপরে উঠছে । মানুষের বিশ্বাস, যেদিন পাথরটির দেওয়ালের সঙ্গে ধাক্কা লাগবে সেদিনই হবে কলিযুগ শেষ। পাতাল ভুবনেশ্বর গুহায় আছে চারটি দরজা প্রতিটি যুগের সঙ্গে যুক্ত এই দ্বার । এই গুহাতেই বাস ৩৩ কোটি দেবদেবীর। আরও কত

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Blouse Meets
Beauty
PREMIUM
BLOUSE
COLLECTIONS
৮২/২ এ, বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০০০৪
হাতিবাগান টাউন স্কুলের বিপরীতে
ফোন
৯৩৩০০৬২৩২১

কত কাহিনি রয়েছে পাতাল ভুবনেশ্বর ঘিরে। সেখানে গেলে শুনতে ভাল লাগবে আরও।

গাঙ্গোলিহাট থেকে পাতাল ভুবনেশ্বর ঘুরে আবার শুরু হল পথচলা। গন্তব্য কৌসানি। যেতে সময় লাগবে ঘণ্টা চার, রাস্তা কমবেশি ১২০ কিমি। মাঝ পথে দুটো বিরতি। একটি বাগেশ্বর, অন্যটি বৈজনাথ। গাঙ্গোলিহাট থেকে বাগেশ্বর ৮৪ কিমি মতো। ঘণ্টা তিনের জার্নি। অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বাগেশ্বরের হবে নাইবা কেন, এখানে শিবের বাস। সরযূ আর গোমতীর সঙ্গমে পুণ্য শৈবতীর্থ বাগেশ্বর। কাশী গেলে যেমন পুণ্যার্জন হয় ঠিক তেমনই হয় বাগেশ্বর দর্শনে। মুখোমুখি দুই পাহাড় ভীলেশ্বর আর নীলেশ্বর এবং গাছগাছালি সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি করেছে বাগেশ্বরের। বাগেশ্বর ঘোরাঘুরি দর্শন সবই হল। এবার ২২ কিমি দূরে বৈজনাথে। মাত্র ঘণ্টাখানেকের সফর। একসময় এখানে ছিল কাত্যুরী রাজাদের রাজধানী। সেইসময় বৈজনাথ ছিল কার্তিকপুরা নামে পরিচিত। পরবর্তী এখানে নির্মিত হয় শিবমন্দির। সেই মন্দিরে পূজিত হতেন বৈদনাথ। সেই বৈদনাথ থেকে কালক্রমে হয়েছে বৈজনাথ। জনশ্রুতি, কোনও এক ব্রাহ্মণী নির্মাণ করেন এই মন্দির। পরে গড়ে ওঠে একাধিক মন্দির। পার্বতী মন্দিরও আছে। অসাধারণ সব মন্দির স্থাপত্য! শোনা যায়, ভারতের একমাত্র পার্বতীমন্দির বৈজনাথেই। কিংবদন্তি, পাহাড়ের কোলে গোমতীর তীরে অরণ্য মাঝে বিবাহ হয়েছিল শিব-পার্বতীর। এসব কাহিনি শোনার পর মনে হয়, এমন অপরূপ প্রাকৃতিক রূপসৌন্দর্যর মাঝে দেব-দেবীদের বিবাহের অনুষ্ঠানের উপযুক্ত স্থান! চমৎকার প্রকৃতির মাঝে নিরিবিলি নারাল বৈজনাথ মুগ্ধ করবেই।

বৈজনাথের রূপ-লাবণ্য চোখে লেগে রইল। ৪৫ মিনিটের মধ্যেই ১৭ কিমি দূরে পৌঁছে গেলাম কৌসানি। বৈজনাথের যে-সৌন্দর্য চোখে লেগেছিল তা আরও কয়েকগুণ বেড়ে গেল কৌসানি এসে। দেবভূমি উত্তরাখণ্ডের প্রকৃতির মনভুলানো সৌন্দর্য অবাক করে, চমকে দেয়! সেখানকার মানুষদেরও আতিথেয়তাও মুগ্ধ করে। উত্তরাখণ্ডের ছোট্ট এক শহর কৌশানি। একেবারে রূপকথার শহর! হিমালয়ের কোলে ছোট্ট এই শহরের টলটলে প্রাকৃতিক রূপসৌন্দর্য কিন্তু তুলনাহীন!

কৌশানি শহরটি উত্তরাখণ্ড রাজ্যের বাগেশ্বর জেলায় অবস্থিত । সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এই শহরের উচ্চতা কমবেশি সাড়ে ছ'হাজার ফুট। কুমায়ুন মণ্ডল বিকাশ নিগমের টুরিস্ট লজের বারান্দায় দাঁড়িয়ে হিমালয়ের দিকে নজর দিতেই ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘরের ভিতর ত্রিশূল, নন্দাদেবী, পঞ্চচুল্লি। বরফস্পর্শ পাহাড়গুলোর শরীরে মেঘ চুম্বন দিয়ে যায় অবিরাম। দেখতে দেখতে মজে যেতে হয় প্রকৃতির সঙ্গে। কৌসানিতে ভাল হার্বাল চা পাওয়া যায়। অবশ্যই নিয়ে আসবেন। নিজেদের জন্য, অন্যকে দেওয়ার জন্য খুব ভাল উপহারও বটে।

সবচেয়ে চমৎকার ছবি পাওয়া যায় কৌশানির অনাসক্তি বা গান্ধী আশ্রমের চত্বরে। মহাত্মা গান্ধীও এসে অভিভূত হয়েছিলেন কৌশানির অপরূপ সৌন্দর্যে। সময়টা সম্ভবত ১৯২৯। এখানকার সৌন্দর্যে মুগ্ধ গান্ধীজি বলেন, ভারতের সুইজারল্যান্ড। পরবর্তী সময়ে গান্ধীজিস্মৃতিবিজড়িত স্থানটিতেই হয় গান্ধী আশ্রম। বর্তমানে এটি একটি রিসার্চ সেন্টার। এখানে রয়েছে গান্ধীজি-ব্যবহৃত বইপত্র ইত্যাদি।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ভ্রমণবিলাসীদের জন্য এখানে থাকার ব্যবস্থাও আছে। বুকিং করে যাওয়াই ভাল। বাগেশ্বর, বৈজনাথ, কৌসানি-- পুরো এলাকাটিতে প্রচুর পাহাড়ি পাখি। কিছু চেনা, কিছু অচেনা। পাখপাখালির দল উড়ে যায় দিনশেষে। ভোরবেলা পাখির ডাকে ঘুম ভাঙত কৌসানিতে!

কৌসানিপর্ব শেষ, শুরু অরণ্যপর্ব। হ্যাঁ, গন্তব্য বিনসর। আমরা অবশ্য বুকিং পাইনি বিনসরের। তখনই কুমায়ুন মণ্ডল বিকাশ নিগমের এক আধিকারিক পরামর্শ দিলেন ডিনাপানি যাওয়ার। বললেন, "ডিনাপানি ঠিক বিনসরের ১৫-১৬ কিমি আগে। আধ ঘণ্টা মতো লাগবে। খুব পুরনো নয়।" বুকিং করলাম। কৌসানি থেকে ডিনাপানি ঘণ্টা দেড়েক লাগল। কমবেশি ৪৪ কিমি। ডিনাপানি পৌঁছে দেখলাম একেবারেই ঠকিনি। কুমায়ুন মণ্ডল বিকাশ নিগমের সেই আধিকারিককে মনে মনে ধন্যবাদ জানালাম। দোতলার ব্যালকনিতে দাঁড়ালে চারিদিক খোলা আকাশ, খোলা প্রকৃতি, খোলা পৃথিবী। এককথায় অপূর্ব না অসাধারণ বলব, না সবমিলিয়ে চমৎকার! একঢাল পিচঢালা পথে হাঁটলে মন ভাল হয়ে যায়! আর রাত্রিবেলা মনে হয়, আকাশ তার নকশা করা শালটি গায়ে জড়িয়ে ধরেছে! তবে, স্থানীয়রা বললেন, অন্ধকারে না-হাঁটাই ভাল বাঘ, ভালুক সামনে পড়তে পারে। যেখানে যাওয়া সেখানকার বাসিন্দাদের পরামর্শ সবসময় শুনতে হয়। তাই দু'চার পাক হন্টনের পর ঘরে ঢুকে পড়াই শ্রেয়। না, ঘরে না-ঢুকে ব্যালকনিতে চেয়ার টেনে বসা গেল। সকালবেলা যা দৃশ্যমান ছিল, এখন সেসব গা-ঢাকা দিয়েছে অন্ধকারে। তবুও চাঁদের আলো মুগ্ধ করে ছড়িয়ে আছে চতুর্দিকে। গাছগাছালির আড়ালে চাঁদ চলে গেলে তার জাফরিকাটা জ্যোৎস্না পড়ে থাকে ঘাসে ঘাসে পথে-প্রান্তরে! ডিনাপানি অসাধারণ! ওখান থেকে ঘুরে আসা বিনসর। অরণ্যের

গন্ধ গায়ে মেখে নাসিকায় নিয়ে এলাম। দূরে থেকে ভেসে আসে জঙ্গলের বাসিন্দাদের স্বাগত আহ্বান। তারা যেন বলে, তোমরা এসেছ খুব ভাল। উপভোগ করো প্রকৃতি, অরণ্যের অনুভূতি স্পর্শ করো, আমাদের বিরক্ত কোরো না।

না, আমরা বিরক্তি করিনি ওদের। কেউ বা কারা এসেছিলেন তাঁরা হিন্দি গান বাজাচ্ছিলেন, তাঁদের বারণ করলেও শোনেন না। অরণ্যের সামান্যতম নিয়মকানুন জানেন না, মানেন না। পালিয়ে এলাম ডিনাপানি। না, এখানে কোনও শব্দ নেই। গান নেই। নিস্তব্ধ চারিপাশ। নৈঃশব্দ্যই এখানকার ভাষা। সেই কারণেই বুঝি বাঘ, ভালুকেরা এদিকে চলে আসে। ডিনাপানিতে আজ শেষরাত। পরদিন সকালে ফের পথ চলা। এবার আলমোড়া।

স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিবিজড়িত আলমোড়া। ডিনাপানি থেকে আলমোড়া কমবেশি ১৮ কিমি। সময় লাগে পৌনে একঘণ্টা। আলমোড়ায় কাসরদেবীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন বিবেকানন্দ। কাসারদেবী হলেন দুর্গা। বহু পুরনো মন্দির পাহাড়ের ওপর। তিনি আসেন ১৮৯০-এ। এখানে এক নির্জন গুহা গুহা পান খুঁজে। সেখানে বসেই ধ্যান করতেন। দিনরাত মগ্ন থাকতেন তপস্যায়। বিবেকানন্দ একাধিকবার আসেন আলমোড়ায়। শুধু বিবেকানন্দ নন, রামকৃষ্ণ ভক্ত শিষ্যদের অনেকেই এসেছিলেন আলমোড়া। একটি ছোট মঠও নির্মাণ করেছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ। নাম 'রামকৃষ্ণ কুটির। নিবেদিতাকে এখানেই ব্রহ্মচর্যের দীক্ষা দেন স্বামী বিবেকানন্দ। এই 'রামকৃষ্ণ কুটির'-এর ব্রাইট এন্ড কর্নারে। বাসস্ট্যান্ডের কাছেই। ব্রাইট এন্ড কর্নার থেকে নয়নাভিরাম দৃশ্য চোখে পড়ে। দূরে সার দেওয়া পাহাড়চুড়ো। ঝকঝকে দিনের বেলায় ধরা দেয় আলমোড়ার মোহিনী-রূপ!

প্রায় সাড়ে পাঁচহাজার ফুট উঁচু এই শৈলশহর আড়মোড়া। নীল আকাশের নীচে গাছের ছায়ায় ছায়ায় ঘুরতে বেশ লাগে। সঙ্গে বাড়তি পাওনা পাখির ডাক। বহুরকমের পাহাড়ি পাখি উড়ে যায় উন্মুক্ত আকাশ ছুঁয়ে। কখনও গাছের পাতার আড়ালে ডেকে যায়। মনে হয় যেন লুকোচুরি খেলছে মানুষের সঙ্গে। চমৎকার এই আলমোড়ায় একদা রাজত্ব করতেন চম্পাবতের রাজা। সেসব ষোলো শতকের কথা। আলমোড়াকে সুন্দর করে সাজিয়ে তুলেছিলেন এই রাজারাই।

আড়মোড়ায় শুধু প্রকৃতির সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানো নয়, বহু মন্দিরও আছে সেসব অবশ্যই দেখতে হবে। বিশেষ করে, কাসরদেবীর মন্দির। অরণ্যময় পাহাড়ে দেবীর অবস্থান। ঝকঝকে আকাশে ধরা দেবে অনিন্দ্যসুন্দর হিমালয়! পাইন, ফার, দেওদার গাছগাছালিতে ঘেরা সিমিতোলা অপূর্ব! এমন নির্জন নিরিবিলিতে উদয়শংকর গড়ে তুলেছিলেন তাঁর নাচের স্কুল 'অল ইন্ডিয়া কালচারাল সেন্টার'। ধ্যানমগ্ন হিমালয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে আলমোড়ায়, যতই মনে হোক না কেন আর দশটা পাহাড়ি শহরের মতো কর্মব্যস্ত শহর।

আলমোড়া ঘোরাঘুরি শেষ। এবার গন্তব্য নৈনিতাল। এই পাহাড়ি শহরেই আপাতত আমাদের বেড়ানোর ইতি। আলমোড়া-নৈনিতাল আড়াই ঘণ্টা দূরত্ব কমবেশি ৬৫ কিমি। কুমায়ুন হিমালয়ের প্রাণকেন্দ্র 'City of Lake' বা 'হ্রদের শহর' হল নৈনিতাল। অনেকেই কুমায়ুন হিমালয়ের যাত্রাপথের শুরু হিসেবে

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

AGMARK - GRADE - 1
POWERED BY SHALIMAR'S PURITY STANDARD
যতদিন রন্ধন
অটুট এ বন্ধন...
শালিমার®
CHEF
শেফ্ মশলা
CUMIN POWDER STANDARD GRADE
Shalimar's®
CHEF
Spices
AGMARK
Cumin Powder
A PRODUCT OF INDIA
TURMERIC POWDER COARSE GROUND STANDARD GRADE
Shalimar's®
CHEF
Spices
Net Wt. 500g.
AGMARK
Turmeric Powder
A PRODUCT OF INDIA
RED CHILLI POWDER STANDARD GRADE
Shalimar's®
CHEF
Spices
Net Wt. 500g.
AGMARK
Red Chilli Powder
A PRODUCT OF INDIA
CORIANDER POWDER STANDARD GRADE
Shalimar's®
CHEF
Spices
Net Qty: 500g.
AGMARK
Coriander Powder
A PRODUCT OF INDIA
শালিমার কেমিক্যাল ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড, ৯২ ই, আলিপুর রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭

বেছে নেন এই নৈনিতাল। আমাদের ছিল ভ্রমণের শেষ।
উত্তরাখণ্ড মানেই দেবভূমি, কুমায়ুন হোক বা গাড়োয়াল। আর নৈনিতাল তো ৫১ শক্তিপীঠের একটি। সতীর দেহত্যাগের পর সতীর চোখ অর্থাৎ নয়ন পড়েছিল এখানে। তাই দেবীর নাম নয়না দেবী।  নৈনি তাল বা লেকের দক্ষিণ পাড়ে দেবীর মন্দির। স্থানীয় মানুষের কাছে যার পরিচিতি নৈনি মাতার মন্দির। নৈনিতালের উচ্চতা সাড়ে ছ'হাজার ফুট। কুমায়ুন হিমালয়ের শৈলশহর নৈনিতাল থেকে বরফাচ্ছন্ন হিমালয়ের দৃশ্য, মায়াবী প্রকৃতির রূপসৌন্দর্য অসাধারণ! নৈনিতালের মোহিনীশক্তির আকর্ষণে সাড়া না দিয়ে থাকা যায় না। যতই ঘিঞ্জি হোক এই শৈলশহর। জনপ্রিয়তা নিরিখে নৈনিতাল উত্তরাখণ্ডের এক অনন্য শহর!
কুমায়ন হিমালয়ের কোলে তাল বা লেক নৈনিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই পাহাড়ি শহর। এই গভীরতা ২৭ মিটার। সাড়ে ছ'হাজার ফুট উঁচুতে নৈনিতালের রূপসৌন্দর্যে অতুলনীয়া! নৈনিতালকে ঘিরে রয়েছে সাতটি পর্বতশৃঙ্গ। তালের পাশেই মল রোড। আর মল রোড শেষে বাজার। নৈনিতালে পাওয়া যায় নানারকম ডিজাইনের ভীষণ সুন্দর মোমবাতি। বন্ধুদের দেওয়ার জন্য হতে পারে চমৎকার উপহার।
মল রোডের পরিবেশ, সৌন্দর্য বদলে যায় সময়ের ক্ষণে ক্ষণে! অরণ্যের সবুজের চুঁইয়ে চুঁইয়ে সূর্যকিরণেরর ছটা এসে পড়ে লেকের জলে। সেইমতো তালের জল ঝলমিলিয়ে ওঠে, পরিবর্তন হয় সৌন্দর্যের, বদল হয় রঙের! হ্রদের বুকে যখন সচল হয় বোটিং বোটিংয়ে তখন আবার অন্যরকম রূপ!
নৈনিতালের মনোরম আবহাওয়া

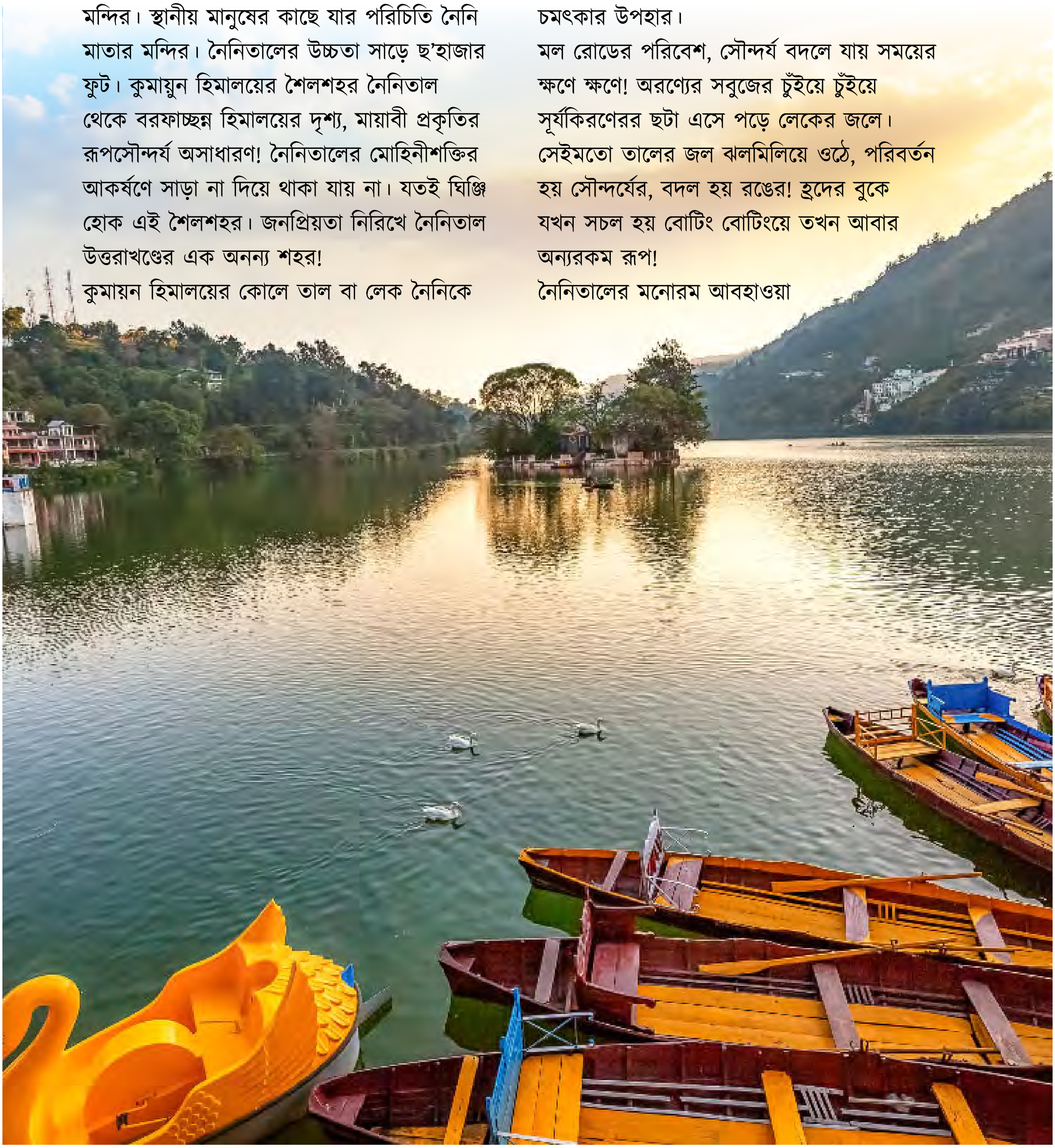


সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Peerless™ | Hospital

# Oncology

## Early Detection Can **CURE CANCER**

**Dedicated Oncology Team**
**Organ Specific Oncology Service**

## SERVICES

- Breast Cancer
- Lung Cancer
- Oral Cancer
- Blood Cancer
- Gynaecological Cancer
- Genitourinary Cancer
- Gastrointestinal Cancer
- Head & Neck Cancer
- Bone Tumors & Sarcoma
- Skin Cancer  Melanoma
- Lymphoma
- Brain Cancer

360 Panchasayar, Kolkata-700094
Appointment cell: 033 40333333    Help Line : 033 40111222
Website: www.peerlesshospital.com

অবসরে দিনযাপনের আদর্শ। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যাকালে শীত এসে হঠাৎই জাপটে ধরে। আলোকিত মল রোডের প্রতিফলন যখন তালের জলে এসে পড়ে তখন চোখের পলকে রং ধরে মনে, হৃদয় স্পন্দিত বুকে। মল রোডের কফিশপে বসে গরম কফির কাপে চুমুক দিয়ে লেকের মনোলোভা দৃশ্য উপভোগের আনন্দ গেঁথে যায় হৃদয়ে! দশ কিমি দূরে নয়না পিক থেকে দেওদার, পাইনে অরণ্যের ভিতর দিয়ে বরফাচ্ছাদিত হিমালয়ের রূপ-লাবণ্য নিয়ে যায় রূপকথার রাজ্যে! নৈনিতালে রয়েছে একাধিক তাল অর্থাৎ তার ভিতর ভীমতাল, সাততাল এখানকার জনপ্রিয় বেড়ানোর জায়গা। না, এবার আর ফেরার পথে হরিদ্বার নয়। পরে কোনও একবার কেবলই হরিদ্বার।

তবে বলে রাখি, গাড়োয়াল হোক বা কুমায়ুন, কলকাতা অফিস থেকে বুকিং করে যাওয়াই ভাল। আমার পরামর্শও তাই, হাতে থাকবার ছাড়পত্র রেখে দেওয়া হল বুদ্ধির কাজ। কলকাতা অফিসের ঠিকানা রইল-- Uttarakhand Tourism, 7/2C, Chakra-beria Road, Bhawanipore, Kolkata- 700 025, Mob: 98311 10999, (Near Bank of Baroda).

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Elite®
FOOTWEAR
পায়ে পায়ে আনন্দ

SWEET SAVINGS ALERT!
ENJOY

# 10% OFF

YOUR ENTIRE PURCHASE ONLINE

**DON'T MISS OUT!**

ELITE FOOTWEAR

ELITEFOOTWEAR.IN

# চলো যাই মরু রাজ্যে

পুজোর সময় মরুরাজ্য রাজস্থানে কেবলই বাঙালি। সর্বত্রই বাংলা কানে আসবে। তবে বেশিরভাগ  বাঙালি যান জয়সলমীর। কারণ, সেখানেই তো সোনারকেল্লা। জয়সলমীর প্রবেশের মুখেই দূর থেকে নজরে আসে সোনারকেল্লা। কেউ একজন বলল, ‘ওই দেখুন, গাদিসর লেক।’ অপূর্ব সুন্দর এই লেকটি!

ওদিকে মনের ভিতর লালমোহনবাবুর ঔৎসুক্য চাগাড় দিচ্ছে। কখন প্রবেশ করব সোনারকেল্লায়! মুকুলের বাড়ি দেখব!

‘হোটেল প্রিন্স’-এ মালপত্র কোনওমতে রেখেই হাঁটা দিলাম সোনারকেল্লার উদ্দেশে। হোটেল থেকে কেল্লা হাঁটাপথ। সোনারকেল্লা নির্মাণ করেছিলেন রাজা রাওয়াল জয়সল। রাজার নামেই কেল্লার নামকরণ। এর পিছনে আছে এক পৌরাণিক কাহিনি। অর্জুনকে বলেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, যাদবকুলের কেউ একজন ত্রিকুট পাহাড়ে গড়ে তুলবেন নতুন রাজ্য। রাজা রাওয়াল জয়সল ছিলেন যাদব বংশীয়। কেল্লার নির্মাণকাল ১১৫৬। কিন্তু ৮১৮ বছর পর সত্যজিৎ রায়ের এক ছবিতেই ম্যাজিক।  জয়সলমীর কেল্লা হল সোনারকেল্লা। বাঙালি তো সারা বিশ্বে জয়সলমীর কেল্লার পরিচিতি সোনারকেল্লা!

একটা ছোট্ট ভাঙা বাড়ি দেখেই বোঝা যায় এটাই মুকুলের বাড়ি। বর্তমানে বাড়ির অবস্থা আরও খারাপ। কেল্লায় ঘুরতে ঘুরতে একটা কথাই মনে পড়ে সত্যিই রাজস্থানের সিগনেচার সোনারকেল্লা। সোনারকেল্লার ওপর রোদ্দুর পড়ে তখন মনে হয় কেউ যেন গলানো সোনা ঢেলে দিচ্ছে! বিস্মিত হতে হয় পাথর কাটা

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

justbakedcake.com | Follow us on
Just Baked™
BISK FARM CAKES & BAKES
GREEN
MANGO
PASTRY
MRP
35/-
To ORDER WhatsApp on
6290129569
Available in
zomato
SWIGGY

জাফরির কাজে! একটা লম্বা কুর্নিশ জানাতেই হয় সেইসময়কার শিল্পীদের! রাজস্থানের অন্যতম পুরনো কেল্লা এটি। চিতোরগড়ের পরেই জয়সলমীর কেল্লা। সেকালের বণিকেরা দিল্লি থেকে জয়সলমীর হয়ে ব্যবসাবাণিজ্য করতে যেতেন আরব দুনিয়ায়। ভীষণই রমরমা ছিল এখানে।

চারটি প্রবেশদ্বার কেল্লায়: সূরয, গণেশ, অক্ষয় আর হাওয়া পোল। ভীষণই দৃষ্টিনন্দন পাঁচমহলা সাততলা রাজপ্রাসাদটি! আছে জেনানা মহল, মোতি মহল, রংমহল, জুনা মহল আর গজবিলাস। প্রতিটি মহলেই মুরাল, গ্লাস পেন্টিং দেখলে বিস্ময় জাগে মনে! দুর্গের অন্দরমহলে রাজপুত রমণীরা জহরব্রত করতেন সতিয়োঁ কা সিঁড়িয়ায়। আছে একাধিক মন্দির। লক্ষ্মী-নারায়ণ কাছেই পাতকুয়া। স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস, এটি সৃষ্টি হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্রে। কয়েকটি জৈন মন্দিরও চোখে পড়ে। সোনারকেল্লার শ্বেতপাথর আর বেলে পাথরের অপূর্ব নকশা আর কারুকাজ মুগ্ধ করে, মনে বিস্ময় জাগায়!

জয়সলমীরে প্রচুর হাভেলি আছে। বেনারসের মতো সরু সরু গলি। সব পুরনো শহরের একই চিত্র। এইসব গলির অন্দরমহলে অসাধারণ সব হাভেলি! সব বিস্ময়! বিত্তশালীদের অর্থ, শিল্পীর কল্পনা আর হাতের স্পর্শে নির্মিত অপূর্ব এইসব হাভেলি! অনিন্দ্যসুন্দর পাটোয়াঁ কা হাভেলি। বিশাল এই হাভেলির অন্দরে প্রবেশ করলেই মনে হয় যেন কোন এক রূপকথার জগৎ! কল্পনার জগতে নিয়ে যায় আরও দুই হাভেলি-- সেলিম সিং আর নাথমলজি! রুক্ষ মরুদেশকে রঙিন করে তুলতে শিল্পীদের কোনও কার্পণ্য ছিল না। কী সুন্দর রঙের ব্যবহার! সারাদিন লাগে তিনটি হাভেলি দেখতে। তাই বিকেলের শেষপর্বে চলে যান বিয়াস ছত্রি। এখান থেকে সূর্যাস্ত ভীষণই নয়নাভিরাম। সূর্য পশ্চিমে জ্বলতে জ্বলতে আশ্রয় নেয় মরুভূমির মাঝে! সে এক অপূর্ব দৃশ্য।

সন্ধের বাতি জ্বালিয়ে চা-টা খেয়ে জয়সলমীর বাজার হল ঘোরার উপযুক্ত জায়গা। রাত সাড়ে ন'টা দশটাতেও বাজার জমজমাটএকেবারে ঝলমলে রঙের হাট। তবে বাজারে বেশি ঘোরাঘুরি না-করে খেয়েদেয়ে হোটেলের ঘরে এসে নিদ্রাদেবীর আরাধনায় ব্যস্ত হয়ে

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

পড়ি। কারণ, পরদিন কমবেশি ৫০ কিমি দূরে খুরি গ্রামে যাব। তবে সোজা পথে নয়, ডেজার্ট সাফারি করে নিয়ে যাবেন ড্রাইভার সাহেব। তিনি আবার আগে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ছিলে।

পরদিন সকালে রওনা হলাম খুরি গ্রামের দিকে। যাব প্রথমে লোদুর্ভা। জয়সলমীর থেকে ১৫-১৬ কিমি। লক্ষ্যে আর কিছুতেই পৌঁছতে পারি না। কয়েক মিনিটের মরুঝড়ে সব রাস্তা ঢেকে গেছে। মরুভূমির ভিতর ঘুরেই যাচ্ছি। লোকজনও নেই। কাকে জিজ্ঞেস করব। ড্রাইভার সাহেব ভীষণই দক্ষ। ঠিক পৌঁছে গেলাম একসময় লোদুর্ভা।

লোদুর্ভা জয়সলমীরের পুরনো রাজধানী। খণ্ডহর এখনও তার সাক্ষ্য বহন করছে। শ্বেতপাথরের সিংহাসনে কষ্টিপাথরের তীর্থংকর। অপূর্ব মন্দির!

লোদুর্ভা থেকে যাব ভূতের গ্রাম কুলধাড়া। না, এবার আর পথ হারায়নি।

লোদুর্ভা থেকে কুলধাড়া আধঘণ্টা-চল্লিশ মিনিটের রাস্তা। মরুভূমির ভিতর দিয়েই। পৌঁছে মনে হল

কোনও এক প্রাগৈতিহাসিক যুগে চলে এসেছি! ধু ধু মরুভূমির ভিতর একটা গ্রামের ধ্বংসাবশেষ। এর চৌহদ্দিতে একটা মানুষও পাইনি। এমন নিরাপদ জায়গায় ভূত থাকবে না তো কী থাকবে! এখানকার ইতিহাস প্রায় ৭৫০ বছরের পুরনো। তেরো শতকের প্রায় শেষ। সাল ১২৯১। এখানে বাস করতে আসেন পালিওয়াল সম্প্রদায়ের এক ব্রাহ্মণ পরিবার। আস্তে আস্তে বহু পরিবার আসেন। জমে ওঠে মরু শহর। তখন নাম ছিল পল্লিকা। প্রথম যে-ব্রহ্মণটি এখানে আসেন তাঁর নাম কড়হান। এঁরা কৃষিকাজ আর ব্যবসাবাণিজ্যে ছিলেন খুবই দক্ষ। জানা যায়, সেকালে নাকি এখানে হাজার বিশ লোক বাস করতেন। বিস্ময় লাগবে এমন একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম হঠাৎই ধ্বংস হল কেন! এর পিছনে রয়েছে এক ব্রাহ্মণ সুন্দরী আর এক রাজপুত পুরুষের কাহিনি। কিশোরীটি ছিলেন গ্রাম প্রধানের কন্যা। কিশোরী ছিলেন অতীব সুন্দরী। চাঁদের জ্যোৎস্নার মতো সুন্দরী। একদিন তাঁকে দেখে দেওয়ান সেলিম সিং তাঁর রূপে পাগল হয়ে ওঠেন। ইনি হলেন সেই সেলিম সিং, যাঁর হাভেলি আছে জয়সলমীরে। সেলিম সিং এই সুন্দরীকে না-পেলে তাঁর জীবন বৃথা। তিনি একদিন সরাসরি প্রস্তাব দিলেন কিশোরীর পিতাকে। সঙ্গে সঙ্গে হুমকিও দিলেন বিয়েতে অরাজি থাকলে তাঁর কন্যাকে হরণ করা হবে এবং জমির খাজনাও হবে দ্বিগুণ। ব্রাহ্মণ কন্যার বিবাহ রাজপুতের সঙ্গে, প্রাণ থাকতে নয়। কন্যার পিতা গ্রাম প্রধান সেলিম সিংয়ের একটা দিন চেয়ে নেন। সেলিম সিং ফিরে গেলেন। সকলের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে ঠিক হল, আজ রাতেই কুলধাড়া ছেড়ে চলে যাবেন। সকলে দলবেঁধে রওনা দিলেন নিরুদ্দেশের পথে। সেদিন ছিল রাখিপূর্ণিমা। ওঁদের পথ চাঁদের অফুরান জ্যোৎস্না। জানা যায়, সকলে একপথে যাননি। ভিন্ন পথে রওনা হন তাঁরা। দেশের বিভিন্ন

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

প্রান্তে ছড়িয়ে পড়লেন কুলধাড়ার ব্রাহ্মণেরা। না। তাঁদের খোঁজ আর পাওয়া যায়নি।

আজ কুলধাড়ায় শুধুই শূন্যতা। রাতে তো বটেই দিনের বেলাতেও অনেকেই দেখেছেন ছায়ামূর্তি সরে। দেওয়ালে দেওয়ালে হাতের ছাপ। শিশুদের খিলখিল হাসি। কিন্তু কোথায় কে! চারিদিকে কেউই নেই। শোনা যায়, সেলিম সিংয়ের অতৃপ্ত আত্মা নাকি আজও খুঁজে বেড়ায় কিশোরীটিকে।

না, আমরা অস্বাভাবিক কিছু দেখিনি। সবাই বলেন এখানে এলে গা-ছমছম করে। স্থানীয়রা নাকি আসেন না। আসল কারণ নাকি ছিল জল। এখানে ছিল প্রভূত জলকষ্ট। জলাভাবের কারণেই এখানকার বাস উঠিয়ে সবাই চলে গেছিলেন। তবে কুলধাড়া থেকে খুরি গ্রামের পথে যেতে আবার মরুভূমিতে চক্কর কাটতে হয়েছিল। সহজে পথ খুঁজে পাইনি।

খুরি যখন পৌঁছেছি আকাশের তারারা রাত-লণ্ঠন নিয়ে আকাশে উপস্থিত। অনুভব করেছিলাম এক মায়াবী রাত! আমরা ছিলাম আমির সিংয়ের রিসর্টে। প্রথম রাতটা অবশ্য আমির আমাদের থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন একেবারে মরুভূমির মাঝে। দুটো তাঁবু খাটিয়ে দিয়েছিলেন। রাত যত বাড়ে, ঠান্ডা তত বাড়ে। বাঁধভাঙা জলের মতো হু হু করে ঠান্ডা ঢুকছে তাঁবুর ভেতরে! বালির ঠান্ডা, পাহাড়ি ঠান্ডাকে হারিয়ে দেবে কম করে দশ গোলে। দুটো রেজাইয়ে ঠান্ডা রোখা যায়নি। আধা ঘুমিয়ে আধা জাগরণে রাত কাটে! তবে ভোরবেলা মরুভূমির রূপ-মাধুর্যে মোহিত হয়ে ভুলেই গেলাম গতরাতের ঠান্ডার কথা।

যখন মরুর হৃদয় থেকে সূর্য উদয় হল সেই দৃশ্য জন্মজন্মান্তরেও ভুলব না, ভুলিওনি। মরুভূমির অন্দরমহলের রূপসৌন্দর্য ছেড়ে প্রবেশ করি আমির সিংয়ের রিসর্টের ঘরে। বাড়িগুলোর মাথায় কাঁটাগাছের মেলা। সে অদ্ভুত দৃশ্য! বাড়ির মাথায় কেন এমন কাঁটাগাছ, তা জানলাম হাতেকলমে। হঠাৎ বালিঝড়ে অন্ধকার হয়ে গেল। ঘরের ভিতর ঢুকে জানলা-দরজা সব বন্ধ করে দেওয়া হল। ঝড় থামলে বাইরে বেরিয়ে বুঝলাম কাঁটাগাছ কেন রাখা আছে ওপরে!

কিছুক্ষণ পর উটের পিঠে চেপে বেরোলাম ডেজার্ট সাফারিতে। পাঁচ-সাত কিমি মরুভূমির অন্দরমহলে নিয়ে গেলেন উটের মালিক। অবাক হয়ে দেখলাম sand dunes. বালিয়াড়িগুলো বাতাসে কেটে কেটে কত না নকশা সৃষ্টি করেছে প্রকৃতি! খুরি গ্রাম অনেক শান্ত। লোকজনের ভিড় কম। জয়সলমীরের কাছে সাম-এর থেকে অনেক ভাল খুরির বালিয়াড়ি। তবে সাম-এর বিকেলটা ভারী চমৎকার।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

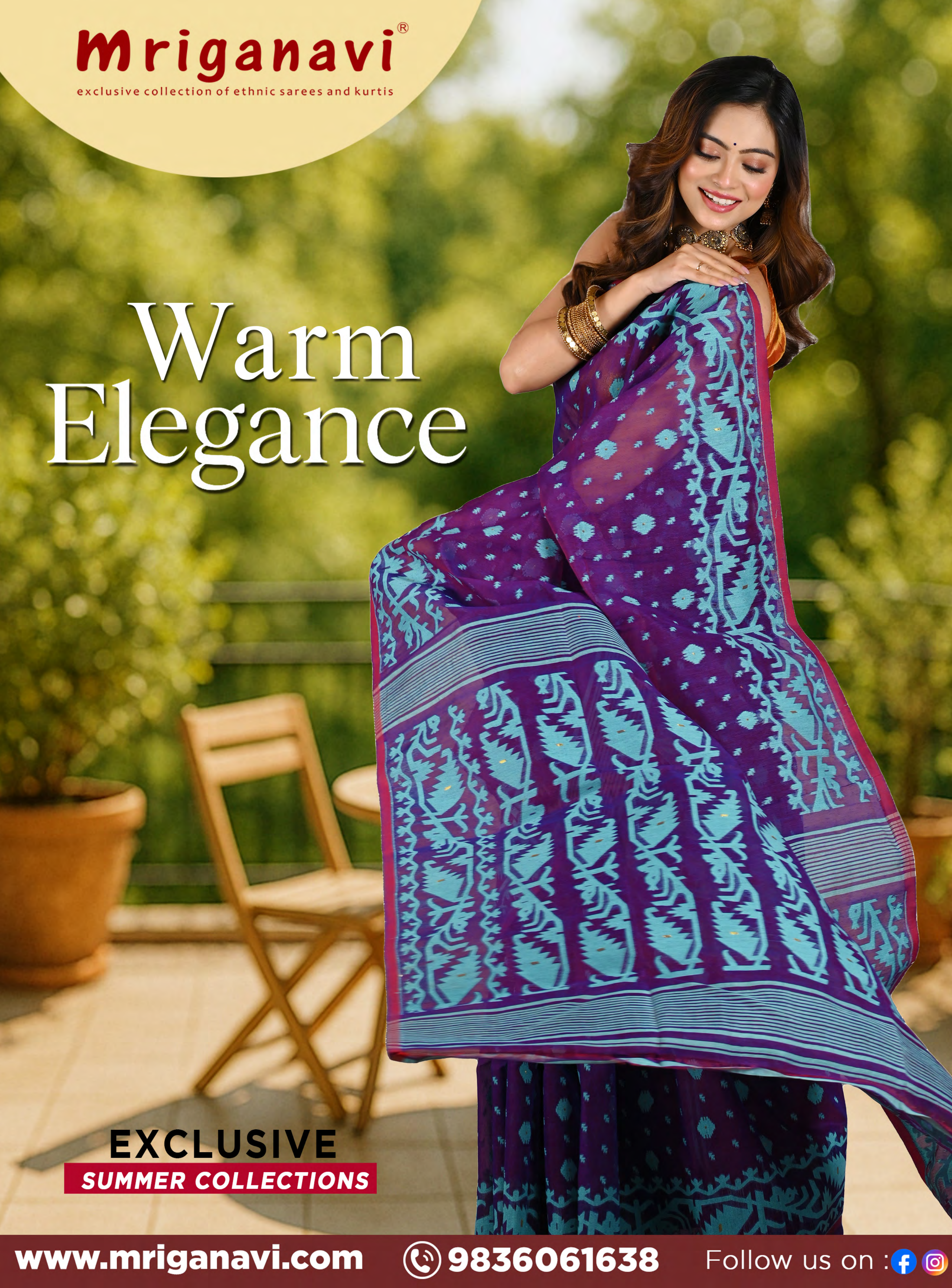
Mriganavi®
exclusive collection of ethnic sarees and kurtis
Warm
Elegance
EXCLUSIVE
SUMMER COLLECTIONS
www.mriganavi.com
9836061638
Follow us on :

জয়সলমীর থেকে যাব যোধপুর। আগেই ঠিক করা ছিল ট্রেন ধরব যোধপুর থেকে। তাই আগে জয়সলমীর ঘুরে নেওয়া হবে। যোধপুরের প্রথমদিনটি ছিল গা-এলানোর জন্য বরাদ্দ। সন্ধেবেলা বাজারের দিকে ঘুরতে যাওয়ার কথা। ফেরা একেবারে রাতের খাওয়া সেরে।

পরদিন সকালে উঠে জলখাবার সেরে দৌড়লাম মেহরানগড় ফোর্ট। কেল্লার প্রবেশ পথে রাজস্থানি রীতি মেনে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন রাজস্থানি বাদ্যযন্ত্রীরা। পাঁচ কিমি দীর্ঘ এই কেল্লা। বয়সও সাড়ে পাঁচশোরও বেশি। সময় ১৪৫৯, দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন রাঠোর রাজা রাও মালদেও যোধা। তাঁর নামেই শহরের নামকরণ। মূল কেল্লার প্রবেশদ্বার দুটি। একটি জয়পোল, অন্যটি ফতেপোল। জয়পুরের রাজা জগৎ সিংকে পরাজিত করে সেই জয়কে স্মরণে রেখে জয়পোল তৈরি করেছিলেন মহারাজা দ্বিতীয় মাম সিং। ফতেপোল অর্থাৎ বিজয় তোরণ নির্মাণ করেছিলেন মহারাজা বিজয় সিং। মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয়ের স্মারক হিসেবে। এখনও জ্বলজ্বল করছে কেল্লার গায়ে মুঘল সেনাদের কামান দাগার ক্ষত।

আছে আরও পাঁচটি পোল অর্থাৎ প্রবেশদ্বার। সাত নম্বর পোল বা লোহাপোলের দ্বারে দেখা যায় ১৫জন সতীর হাতের ছাপ। যাঁরা রাজা মান সিংয়ের সঙ্গে সহমরণে গেছিলেন। এই পোলের কাছেই রাঠোরদের গৃহদেবতার মন্দির। মন্দিরের গায়ে অপূর্ব কারুকাজ ভাল লাগে!

মেহেরনগড় দুর্গ রাজস্থানের অন্যান্য কেল্লা থেকে একেবারেই ভিন্ন। অতুলনীয় এর স্থাপত্যশিল্প! অনেকেই বলেন, যাতে দুর্গের গোপন পথ, খবর যাতে শত্রুপক্ষের কাছে না-যায় সেই কারণেই হত্যা করা হয়েছিল প্রধান স্থপতিকে। এর সত্য-মিথ্যা যাচাই করা হয়নি। দুর্গের এক একটি মহল নির্মাণ করেছিলেন ভিন্ন ভিন্ন রাজা। তার মধ্যে ফুলমহলটি দারুণ আকর্ষণীয়! বিস্ময় প্রকাশ করতে হবে এখানকার কারুশিল্প আর নকশায়। শোনা যায়, এই মহলের অলংকরণে সোনা লেগেছিল ৮০ কেজি। কতরকমের যে পালকি আছে তা না-দেখলে বিশ্বাস হবে না। এখানেই আছে মুঘল সম্রাট শাহজাহানের পোশাক। তাঁর পোশাক দেখলেই বোঝা যায় সম্রাটের চেহারা কেমন ছিল! সম্রাট আকবরের ব্যবহৃত তরবারিও আছে। মেহেরনগড়ে মিনাকারির কাজ ইত্যাদি চোখজুড়ানো!

রাজস্থান মানেই প্রতিটি বাড়ি, প্রতিটি রাস্তার ইটে ইতিহাস লুকিয়ে। আট কিমি দূরত্বে মাণ্ডোর। এখানে এলে দেখা যাবে পুরনো শহরের ধ্বংসাবশেষ। সেকালে নাম ছিল ভিন্ন-- মাণ্ডব্যপুর। আছে দেড়

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

হাজারের বেশি প্রাচীন কৃষ্ণমন্দির। ইতিহাস ছেড়ে মন চাইছে প্রকৃতির কাছে ধরা দিতে। চলে যান পাঁচ-ছয় কিমি দূরে বালসমন্দ সরোবর। বেশ নির্জন নিরিবিলি পরিবেশ। আরও ভাল লাগে কৈলানা লেক। লেকের চেহারা বিশাল। চারিপাশে গাছগাছালি ঘেরা। গাছের ছায়ায় লেকের জল হয়ে ওঠে পান্না সবুজ! লেকের ঠান্ডা জলে পা-ডুবিয়ে বসে গল্প করতে দারুণ লাগে। সবমিলিয়ে বেশ রোম্যান্টিক হয়ে ওঠে চারিপাশ!

যোধপুর থেকে ৬০ কিমি দূরে ওশিয়াঁ। থর মরুভূমির বুকে বহু প্রাচীন একটি শহর। এখন গেলে অবশ্য বুঝতে পারবেন না প্রায় বছর হাজার দেড়েক আগে কত সমৃদ্ধশালী জনপদ ছিল ওশিয়াঁ। তবে পুরনো দিনকে স্মরণে রেখে তৈরি হয়েছে আধুনিক শহর। অপূর্ব মন্দির-স্থাপত্য, মন্দির-ভাস্কর্য! এখানেও উট সাফারি বাড়তি আকর্ষণ! এক ভ্রমণে পুরো রাজস্থান দেখা বা ঘোরা সম্ভব নয়, তাই বারবার রাজস্থান। পরেরবার অন্য কোথাও অন্যকোনওখানে।

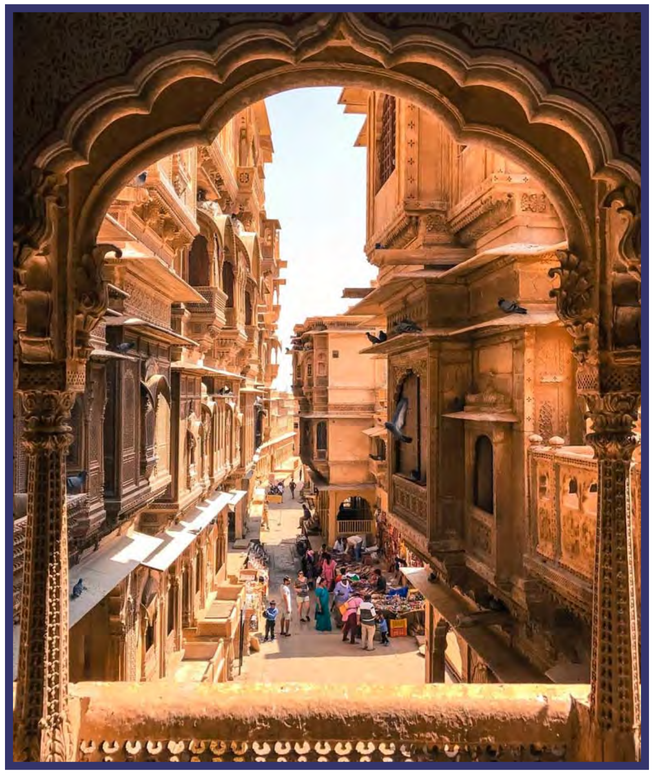

# পায়ে পায়ে বাংলা: রামায়ণের দেশে

শেষ মুহূর্তে ঠিক করলেন পুজোর ক'দিন ঘুরেই আসি। ট্রেনের টিকিট নেই। গাড়ি একটা আছে বটে। তাহলে চলুন দ্বিধা রেখে লাভ নেই। পায়ে পায়ে বাংলা হয়ে যাক। নতুন কোনও জায়গা খুঁজছেন? পেলেন? পেলেন না, সটান চলে যান ঝাড়গ্রাম। এখানকার অরণ্যের রূপ-লাবণ্যে মোহিত না-হয়ে উপায় নেই! আর ঝাড়গ্রামে এখন বেশ কয়েকটি রিসর্ট হয়েছে জঙ্গলের ভিতর। রাতের অন্ধকার নামলে বেশ রোমাঞ্চকর হয়ে ওঠে চারিপাশ! শিহরন জাগে! তাহলে চলুন ঝাড়গ্রাম। পায়ে পায়ে বাংলা।

আরণ্যক ঝাড়গ্রাম যেন নৃত্যরতা যুবতী। অরণ্যের বাতাসে সর্বদা নূপুরের রিনিঝিনি মোহময়ী শব্দ! বেশিদূর নয়, হাতের কাছেই ঝাড়গ্রাম। শহর থেকে মাত্র দু'তিন কিমি 'আরণ্যক অরণ্য নিবাস'। গভীর অরণ্যের ভিতর থাকার জায়গা। কিছু ভাবছেন, গভীর জঙ্গল বাঘ, হাতি বেরিয়ে পড়বে না তো! নিদেনপক্ষে দু'এক নাগরাজ। না, সে ভয় নেই। 'আরণ্যক' নিরাপদ জায়গা। আরও কয়েকটি রিসর্ট হয়েছে। বেশ ভাল।

শরতের অরণ্যে আলাদা এক উন্মাদনা! অপূর্ব এক উন্মাদনা সারা হৃদয় জুড়ে! ভাষায় অবর্ণনীয়। শরতের নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা ভেসে যায় অরণ্যের একপ্রান্ত অন্যপ্রান্তে। শাল-পিয়ালের গাছের ওপর স্থির হয়ে যায় মেঘবতী। অরণ্য মাঝে অপূর্ব এক অনুভূতি! শরতের বাতাসে মাঝেমধ্যেই উত্তুরে বাতাসের স্পর্শ! শুকনো পাতা উড়ে এসে জানায়, 'এসো, ঝাড়গ্রামে স্বাগত।' শরতের হাওয়ায় কাঁচা শালপাতার অপূর্ব

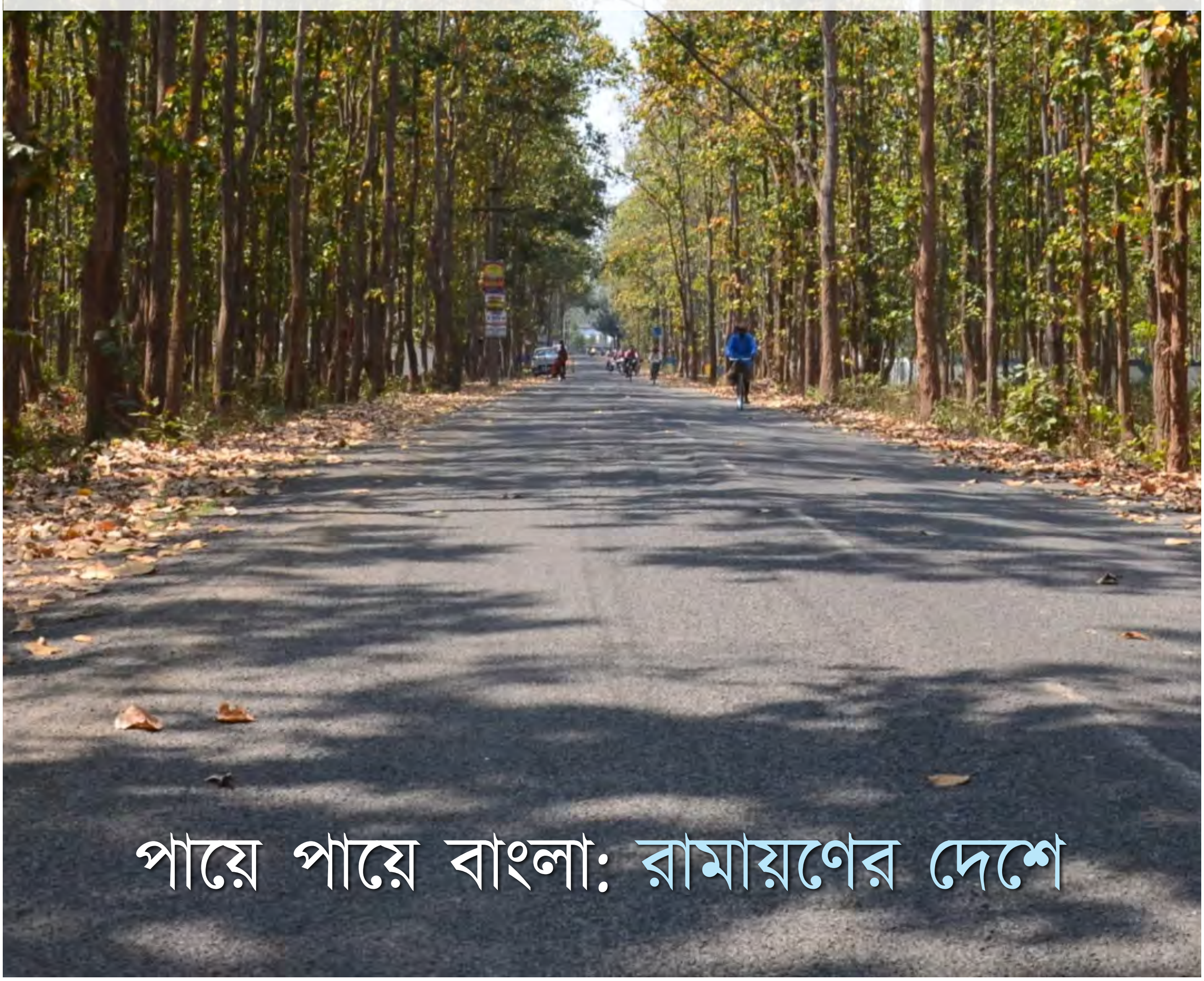


সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন
www.rojkarananya.com

As seen in
SHARK TANK INDIA
SEASON 4
Introducing
Nutriplates
by nanighar®
POWERED BY
Shalimar's®
nanighar®
nanighar®
nanighar®
nanighar®
Launching soon!

গন্ধ। সবমিলিয়ে প্রকৃতির যে উন্মীলন তার বর্ণনার কোনও ভাষা নেই, সে ভাষা কেবলই প্রকৃতিরই জানা! আমাদের ঠিকই ছিল জঙ্গলের অন্দরমহলে রাত্রিযাপন, দিনযাপন তো বটেই। আপনারাও এইপথে হাঁটুন। শরতকালে রাত্রিবাস— বিশাল শাল-পিয়ালের অরণ্যে, সে বড় মোহময়! শহর ছেড়ে তিন কিমি একটু এগিয়ে অরণ্যের ভিতর 'আরণ্যক'। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক'-এর মতোই চমৎকার। চারিপাশে কেবলই শাল, পিয়াল। মাথার ওপর একঝাঁক আকাশ। রাত্রিবেলা তারা-নক্ষত্রেরা আলো জ্বালিয়ে পথ দেখায়। নজরে লাগাম না-দিলে অরণ্য-রহস্যর সাক্ষী থাকা যায় তা আরণ্যকে না-রাত্রিযাপন করলে বুঝতাম না। আসা-যাওয়ার পথে হাতি বেরোয়। কখনও কখনও পথ অবরোধ করে দাঁড়ায়। দলবেঁধে মাঝেমধ্যেই বেরিয়ে পড়ে। এমন পরিস্থিতিতে যে পড়িনি তেমন নয়। হঠাৎই আমাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। আপনারও এমনটা হতে পারে। বিচিত্র কিছু নয়।

সামনে বেশকয়েকটি গাড়ি দাঁড়িয়ে। হাতিরা জঙ্গলে ঢোকার অপেক্ষায়। হাতি তাড়ানোর হুল্লা পার্টি হাতিদের পথ দেখাতে ব্যস্ত। না, হাতির দল আর রাস্তায় আসেনি, জঙ্গলের ভিতর ঢুকে পড়েছিল। যাইহোক, এলে আরণ্যকের দোতলায় থাকবেন। দোতলার বারান্দায় বসে প্রকৃতি দেখা এক অনন্য অভিজ্ঞতা! হাত মেলানো দূরত্বে শালগাছগুলো রোদ্দুর মেখে যখন দাঁড়িয়ে থাকে তখন এক স্বর্গীয় অনুভূতি খেলা করে যাবে মনে। সঙ্গে হালকা স্ন্যাক আর পানীয় থাকলে আর কোনও কথা হবে না!

পুজোর সময় যখন এসেছেন তখন চলুন কনকদুর্গা মন্দির। কমবেশি পাঁচশো বছরের পুরনো এই মন্দিরটি তৈরি করেছিলেন রাজা গোপীনাথ। কিংবদন্তি আছে, রাজা গোপীনাথ স্বপ্নে দর্শন করেছিলেন কনকদুর্গার এই মাতৃমূর্তি। কোনও একসময় এই মন্দিরে হত নরবলিও।

কনকদুর্গা মন্দির কেবলমাত্র মন্দির দর্শনের আনন্দ দেয় না, মনে সুখানুভূতি আনে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের। ঝাড়গ্রাম শহর থেকে দূরত্ব মাত্র ১৪ কিমি মতো। পুরনো এই মন্দিরটি ডুলুং নদীর ধারে অরণ্যময় এক পরিবেশে। বেশ কিছু বিরল প্রজাতির গাছ, পাখি এখানে দেখা যায়। পথেই পড়বে কেন্দুয়া গ্রাম। ঝাড়গ্রাম শহর থেকে এগারো কিমি মতো। গাছে গাছে পরিযায়ী পাখির আস্তানা। গাছগাছালির মধ্যে দিয়ে কেন্দুয়া পরিযায়ী পাখির কাছে যাওয়া-আসার পথটি বড়ই মনোমুগ্ধকর!


সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Follow us on :
www.shalimars.com
Shalimar's®
প্রকৃতির উপহার,
প্রতিটি কাপে!
JUST LAUNCHED
Natural Aroma with Refreshing Taste
Shalimar's®
SUPER
Tastea Cup
Natural Aroma
100% NATURAL
Baatein Rukni Nahi Chahiye..
Also available on
amazon
Flipkart
METRO
spencer's
SastaSundar app
health & happiness
arambagh's FOOD MART
Reliance
more
bigbasket

কীভাবে যাবেন-- কলকাতা বা আশপাশ থেকে গেলে সরাসরি গাড়িতে চলে যান পুরো পথটাই উপভোগ করবেন।।নইলে হাওড়া দক্ষিণ থেকে একাধিক ট্রেন আছে।

শুধু একটা দিন বাল্মীকির আশ্রমে কাটালে কেমন হয়? প্রস্তাবটি মন্দ নয়! তবে যে-আশ্রম বাল্মীকির সেখানে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের জায়গা কী হবে! ঠিক ধরেছেন হবে না। সারাদিন ঘুরে নিন বাল্মীকির আশ্রম। দারুণ এক অভিজ্ঞতা হবে। তবে সাহস দেখিয়ে আশপাশের জঙ্গলে ঢুকবেন না। হাতি এসে আচমকা হাজির হতে পারে। আশ্রমের চারপাশে অরণ্য, সেখানে হাতির বাস। বহু হাতি। তাই বাল্মীকির আশ্রমের প্রবেশপথে সতর্কবার্তা-- আশপাশের জঙ্গলে ঢুকবেন না। হাতির মুখোমুখি হতে পারেন। তবে অরণ্যে প্রবেশ করলেই যে হাতির দেখা মিলবে তেমন নয়, লালমাটির রাস্তায় দেখা মিলতে পারে হাতির। হরিণও আসে, আশপাশে ঘোরাঘুরি করে! তবে হরিণের দেখা পাওয়া গেলেও হাতির মুখোমুখি না-হওয়াটাই ভাল।

আমারই তো বাল্মীকির আশ্রম থেকে ফেরার পথে হলাম হাতির মুখোমুখি! একটি বিশাল চেহারার দাঁতাল হাতি রাস্তা পেরোবার জন্য তৈরি। তার পিছনে একদল হাতি। হাতিরপাল তাড়াতে তৈরি হুল্লা পার্টিও। এবার দেখলাম আগুনের বলের পরিবর্তে বিশাল বিশাল সার্চলাইট। হাতিদের দিকে বন্দুকের তাকের মতো আলোর ঝলকানি ফেলে দৃষ্টিবিভ্রম সৃষ্টি করছে আর হাতির দল পিছু হটতে হটতে পুনরায় ব্যাক টু প্যাভিলিয়ন অর্থাৎ অরণ্য-গভীরে। গাড়ি ছাড়তেই আমাদের যাত্রাপথ শেষ করলাম 'আরণ্যক'-এ। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাসের মতোই সুন্দর! একেবারে শাল-অরণ্যের হৃদপিণ্ডে। আবার চলে যাই ফ্ল্যাশব্যাকে। আমাদের ড্রাইভার সন্তু বললেন, "দাদা, তপোবন পৌঁছে গেছি।" বেশ ঘন জঙ্গলের মাঝে রামায়ণ রচয়িতা বাল্মীকির আশ্রম। একসময় এখানেই দস্যু রত্নাকর থেকে বাল্মীকি হন। 'মরা মরা বলতে বলতে রাম রাম উচ্চারণ করেছিলেন দস্যু রত্নাকর। বাল্মীকির আশ্রমটি খুব বড় জায়গা নিয়ে না-হলেও বিশাল অরণ্যানীর মাঝে। এই অরণ্যেই পাঁচমাসের গর্ভবতী সীতা এসেছিলেন বনবাসে।

অরণ্যের মাঝে তপোবনে আছে সীতার পর্ণকুটির। সেই পর্ণকুটির বর্তমানে সাদা রঙের মাটির বাড়ি। বাড়িটিতে কোনওরকম লোহা দূরে থাক, বালি, সিমেন্টেরও ব্যবহার নেই। পুরোটাই মাটি দিয়ে


সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

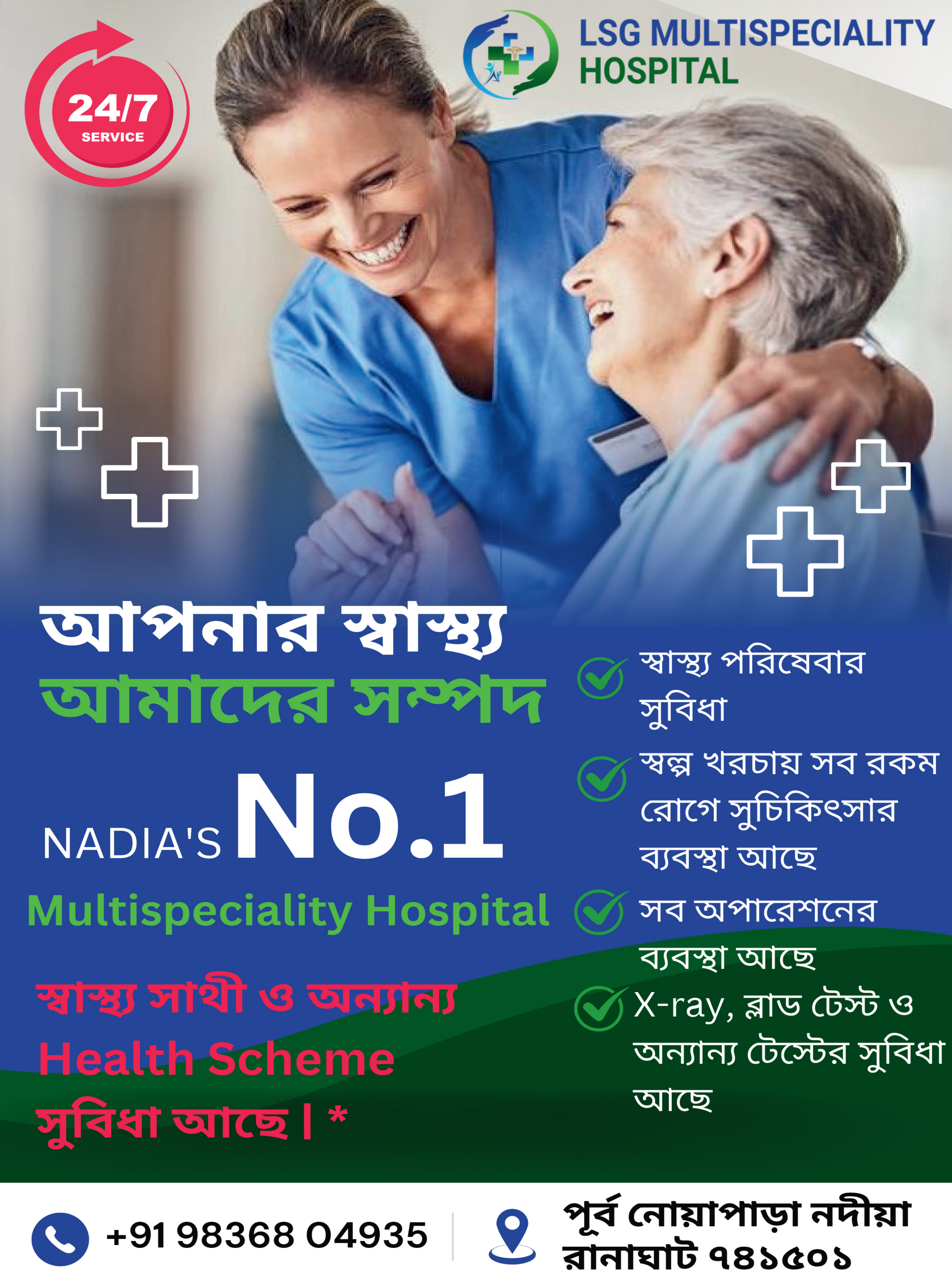

LSG MULTISPECIALITY HOSPITAL
24/7 SERVICE
আপনার স্বাস্থ্য
আমাদের সম্পদ
NADIA'S No.1
Multispeciality Hospital
স্বাস্থ্য সাথী ও অন্যান্য
Health Scheme
সুবিধা আছে। *
স্বাস্থ্য পরিষেবার সুবিধা
স্বল্প খরচায় সব রকম রোগে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
সব অপারেশনের ব্যবস্থা আছে
X-ray, ব্লাড টেস্ট ও অন্যান্য টেস্টের সুবিধা আছে
+91 98368 04935
পূর্ব নোয়াপাড়া নদীয়া
রানাঘাট ৭৪১৫০১

তৈরি। পাশেই বাল্মীকির সমাধি। প্রয়াণের পর তাঁকে এখানেই সমাহিত করা হয়। লব-কুশের আঁতুড়ঘর। এই আঁতুড়ঘরেই আগুন জ্বেলে দুই পুত্রসন্তানকে আগুনের সেক দিতেন সীতা। সেই আগুন আজও জ্বলে। যাঁরাই যান একটা করে কাঠ দেন ওই আগুনে। তার সামনেই অশ্বমেধের ঘোড়া বেঁধে রাখার জায়গা। এখানেই রামচন্দ্রের অশ্বমেধের ঘোড়া বেঁধে রাখে লব-কুশ। পরবর্তী সময়ে শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল লব-কুশের। সবগুলোই গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে। আর পুরো জায়গাটি বিশাল বিশাল গাছে আচ্ছাদিত। রোদ্দুর এসে পড়ে গাছগাছালির ফাঁকফোকর পেরিয়ে! শোনা যায়, বহুরকম পাখির ডাক। নিমেষে বদলে যায় পরিবেশ! চমৎকার লাগে বাল্মীকি আশ্রম।

আশ্রম দেখার ফাঁকে সর্বদাই গা-ছমছম করে। মনে হয়, এই বুঝি হাতি এসে সামনে পথ রোধ করে দাঁড়াল। এই ভাবনাটি খুব অমূলক নয়। তার কারণ, এই অরণ্যে প্রচুর হাতি। সতর্কবার্তাও আছে আশ্রমে প্রবেশ পথে! স্থানীয় কেউ কেউ বললেন, "হরিণ, বুনো শুয়োরও আছে। আশ্রমের চৌহদ্দিতে হাতি আসে।" তা যাই থাক ভয়ের কিছু নেই। সে অভয়বচন পাওয়া যায় স্থানীয় এক মানুষের কাছে।

সরু একফালি নদীর ওপর কালভার্ট পেরিয়ে তপোবনে ঢুকেই প্রথমেই দৃষ্টি পড়ে বড় গোলাকৃতি এক জায়গায়। ওখানে নাম সংকীর্তন হয়। ঠিক তার সামনে লব-কুশের আঁতুড়ঘর। সেখানে জ্বলছে অখণ্ড ধুনি বা সীতাকুণ্ড। আগেই বলা আছে, যে-ধুনির আগুনের সেক মা সীতা তাঁর দুই পুত্রসন্তান লব আর কুশকে দিতেন জন্মের পরবর্তী সময়ে। তারপর সেই জলন্ত ধুনির সামনে বসে থাকতেন বাল্মীকি। সেই ধুনি আজও জ্বলছে সমানে। যিনি যান তিনিই একটি কাঠ দিয়ে আসেন ওই অগ্নিকুণ্ডে। না, এখানে টাকাপয়সার কোনও চাপ নেই। কেউ দান দিতে চাইলে দিতে পারেন, ইচ্ছা না-করলে না-ও দিতে পারেন। কাঠ দেওয়ার সময় ওখানকার এক সন্ন্যাসী জয়ন্ত বেরা যজ্ঞের মন্ত্রপাঠ করেন। সবচেয়ে ভাল লাগল এই ভদ্রলোকের কোনও ভড়ং নেই। তাঁর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল তিনি কোনওরকম সন্ন্যাসজীবনের ভিন্ন নাম নিতে অপারগ। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার সন্ন্যাসজীবনে নাম কি? উনি বললেন, "জয়ন্ত বেরা। আমি আলাদা কোনও নামে বিশ্বাস করি না। আমি পৃথিবীতে এসেছি যে-নামে সেই নামেই পরিচিত থাকতে চাই।" না, এঁর কোনও চাহিদা নেই। যজ্ঞের মন্ত্রপাঠের পর কেউ খুশি হলে কিছু অর্থ দিলে প্রণামীর থালায় রাখতে বলেন। আর অগ্নিকুণ্ডের ভস্মের টিকা দেন কপালে। আর কেউ চাইলে কিছুটা ভস্ম দেন আর বলেন, "স্নান করার পর শুদ্ধ মনে কপালে টিপ দেবেন ভস্মের। মঙ্গল হবে, ভাল হবে।"


সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Nestlé
Good food, Good life
Nestlé
Milkmaid
Nestlé
Milkmaid
100
recipes @
www.milkmaid.in
Suggested recipe
100
recipes @
www.milkmaid.in
Create Sweet Stories

আশ্রম চত্বরে পা রাখার মুখেই তপেশ্বর শিবমন্দির। শিবমন্দিরের কথা আসতেই মনে পড়ে গেল কাছেই মাত্র তিন-চার কিমি দূরে রামেশ্বর শিবমন্দির। এই রামেশ্বর মন্দির ঘিরে প্রচলিত বহু জনশ্রুতি বা কিংবদন্তি। এসব চালু থাকারই কথা। চারিপাশে বেবাক ফাঁকা গভীর অরণ্যের মাঝে কেন এই মন্দির! বিস্ময় জাগে তো বটেই! সেকালে তো জঙ্গল তো আরও গভীর ছিল। দিনের আলোয় হয়তো পৌঁছত না অরণ্যভূমিতে। এখনও তো পৌঁছায় না কোনও কোনও জায়গায়। যাক সেসব কথা। রামেশ্বর শিবমন্দির আর রামচন্দ্রকে ঘিরে যে-পৌরাণিক কিংবদন্তি চালু আছে সে-প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

রামেশ্বর মন্দির ঘিরে লোকমুখে সবচেয়ে যে-গল্পটি ঘোরে, তা হল-- চোদ্দোবছর বনবাসকালে রামচন্দ্র সীতা এবং লক্ষ্মণকে নিয়ে এখানে ছিলেন। এখানকার অরণ্য বাসের মধ্যে একদিন এল শিবরাত্রি। চারিদিকে কোনও শিবমন্দির নেই। সীতা পড়লেন মহাআতান্তরে! তিনি কোনও গতিক না-দেখে নদীর ধারে বালি দিয়ে তৈরি করলেন বারোটি শিবলিঙ্গ। প্রতিষ্ঠা করে পুজো করেন শিবের। পুজো শেষে সীতা দ্বাদশ শিবলিঙ্গ ভাসিয়ে বা বিসর্জন দেওয়ার উদ্যোগ করতেই শোনা গেল এক দৈববাণী শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার। রামচন্দ্র স্মরণ করলেন দেব কারিগর সৃষ্টির ঈশ্বর বিশ্বকর্মাকে। রামায়ণে একাধিক সৃষ্টির কীর্তি আছে বিশ্বকর্মার। তিনি নির্মাণ করলেন এই মন্দিরের। রামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত মন্দির তাই নাম হল 'রামেশ্বর'।

রামেশ্বর শিবমন্দিরের নির্মানচাতুর্য মুগ্ধ করে, অবাকও করে! মন্দিরের গর্ভগৃহে কোনও জানলা নেই। সূর্যোদয়ের সঙ্গেসঙ্গেই তৎক্ষণাৎ সূর্যকিরণে উদ্ভাসিত হয় শিবলিঙ্গ।

স্থানীয়দের বিশ্বাস, এই তপোবনেই ছিল দস্যু রত্নাকর থেকে বাল্মীকি হয়ে ওঠার সব কাহিনি। একজন তো বললেন, "দেখুন, এখনও কত বড় বড় উইয়ের ঢিপি রয়েছে চারিদিকে।" উইঢিপিরই তো আর এক নাম বল্মীক, বল্মীক থেকেই তো বাল্মীকি। এই তপোবনের পাশ দিয়েই বয়ে যেত সুবর্ণরেখা নদী। প্রাকৃতিক কারণে সেই নদী সরে গেছে দু'তিন কিমি দূরে। এখন একটা বড় নালার মতো বইছে সুবর্ণরেখা। যদিও সন্ন্যাসী জয়ন্ত বেরা বললেন, "এটা মালিনী নদী।" তারপর তিনি স্মৃতি থেকে অবন ঠাকুরের 'শকুন্তলা' থেকে বললেন, "এক নিবিড় অরণ্য ছিল। তাতে ছিল বড় বড় বট, সারি সারি তাল তমাল, পাহাড় পর্বত, আর ছিল— ছোট নদী মালিনী। মালিনীর জল বড়ো স্থির— আয়নার মতো। তাতে গাছের ছায়া, নীল আকাশের ছায়া, রাঙা মেঘের ছায়া—সকলি দেখা যেত। আর দেখা যেত গাছের


সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

LAKMĒ SALON
FOR HIM AND HER
#RunwayToEveryday
Lords More
182, Prince Anwar Shah Rd, Unit 1A - Lords More Kolkata, (WB).
Contact for more OFFERS
8420173693

তলায় কতগুলি কুটিরের ছায়া।"
মালিনী হোক বা সুবর্ণরেখা, নদী বড় নালার মতো বইলেও, তার জল বেশ স্বচ্ছ! সেই জলে গাছের ছায়া পড়ে। আকাশ মুখ দেখে। আশ্রমের পিছন দিকেও জলের ধারা, যার নাম সীতানালা। একটির জলের রং হলুদ, অন্যটির কালো। তাই একটির নাম হলুদ ধারা, অন্যটির কাজল ধারা। এই দু'টি নামকরণের পিছনে একটি কাহিনি আছে। সেই কাহিনি শোনালেন সন্ন্যাসী জয়ন্ত, তাঁর সঙ্গে গলা মেলালেন স্থানীয় একজন। কাহিনিটি হল: রামায়ণের কালে এই নদীর জলে মাতা সীতা তাঁর দুই পুত্রসন্তানকে হলুদ মাখিয়ে প্রতিদিন স্নান করাতেন। তাই আজও হলুদ মাখা জল বয়ে চলেছে নিরন্তর। আর অন্য নদীতে লব-কুশের কাজল-মাখা চোখ ধুয়ে দিতেন সীতা। নিজেও কাজল লাগা হাত ধুয়ে নিতেন ওই নদীর জলে। সেই থেকে নদীর জল কাজলকালো। কাছেই তিলক মাটির ঢিপি। এই মাটি দিয়ে যেমন তিলক কাটেন বৈষ্ণবেরা, তেমনই সাবানের মতো ব্যবহার করেন অনেকেই। সীতা তাঁর দুই সন্তানকে মাখাতেন। আর আছে আর একটি ভেষজ। যার পাতা হাতে নিয়ে ডলতে থাকলে চমৎকার গন্ধ বেরোয়। ওই পাতা হাতে নিয়ে ডলে সুগন্ধী হিসেবে ব্যবহার করতেন সীতা। লব-কুশকে স্নান করানোর পর সীতা ওদের দুজনকে মাখিয়ে দিতেন।

এসব কাহিনির ভিতর কতটা সত্য বা কল্পনা, তা নিয়ে ভাবতে ইচ্ছা করে না ওই প্রাকৃতিক রূপ-মাধুর্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে! ভাবতে বেশ লাগে। ঘোরাঘুরির সঙ্গে ওইসব কাহিনি মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় গভীর শাল-পিয়ালের অরণ্যে পাখির ডাকের সঙ্গে মিশে! কল্পনায় পৌঁছতে ইচ্ছে করে সেই রামায়ণ কালে। এমন সব জায়গায় পৌঁছলে নানারকম ছবি ভেসে ওঠে মনের ভিতর। তপোবনে এসেও তার ভিন্নতা হয়নি। হওয়ার কথাও ন্য। অরণ্যের মাঝে তপোবনে সূর্যের আলো চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ে গাছগাছালির ফাঁকে। সেই আলোয় এক শরতের দুপুরে পৌঁছে গেলাম সেকালে। দেখি, লব-কুশ খেলছে নদীর ধারে। তখন তো এখনকার মতো খাল বা নালা ছিল না। ওদের সীতা মা তাঁর পর্ণকুটিরে গৃহস্থালির কাজে ব্যস্ত। মহর্ষি বাল্মীকি স্নানে গেছেন। কল্পনার জগতে রামায়ণের চিত্রাবলী ফুটে ওঠে তপোবন অরণ্যের ক্যানভাসে!

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

IKSHANA
Elder Care Pvt. Ltd
Enriching
Lives,
Embracing Aging
COMPASSIONATE ELDER CARE
FOR YOUR LOVED ONES
24/7 Emergency Helpline
Scheduled Visit by Doctor
Ikshana Personal Care Visits
Hospitalisation Support
Support With Essential Services
Complimentary Health Check Up
Doctor Tele Consultation
9147372091 / 92
IKSHANA
Elder Care Pvt. Ltd
www.ikshanaeldercare.com

লব-কুশ, বাল্মীকির আশ্রম আর সীতার ব্যস্ততা দুই পুত্রকে নিয়ে।
একদিন একটা ঘোড়া এসে দাঁড়ালো তপোবনের অরণ্য ঘেরা বাল্মীকি আশ্রমে। সেই ঘোড়া বেঁধে রাখে লব-কুশ আশ্রম অঙ্গনে। সেটি ছিল অশ্বমেধের ঘোড়া। অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়াটিকে লব-কুশ ধরে ফেলে। এবং রামচন্দ্র ও তাঁর বাহিনীকে পরাজিতও করে। তখন অজ্ঞাতসারে স্বয়ং রাম তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এলে, বাল্মীকি আর সীতা মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করেন। চেষ্টা পিতা ও পুত্রদের মিলনের। সীতা লব-কুশকে বলেন, রামচন্দ্র তোমাদের পিতা। পিতা-পুত্রের মিলন তপোবনে।
এসব গল্প হয়তো শুনতে পাবেন সন্ন্যাসী অঞ্জন বেরার কাছে। আপনি বা আপনারা রামায়ণ যতটুকু জানেন সেইটুকু সম্বল করে কল্পনার জগতে ভেসে যান তপোবনের অরণ্যের মাঝে দাঁড়িয়ে। ভাল লাগবে, একসময় মনে হতেই পারে পৌঁছে গেছেন রামায়ণের কালে। চোখের সামনে ঘোরাঘুরি করছেন বাল্মীকি, সীতা, লব-কুশ, ছোট্ট হনুমান--- এইসব চরিতাবলি। হঠাৎই আপনার কল্পনা জগতে নেমে এল একটি রথ। সেই রথে দেখলেন বসে আছেন সীতা। তাঁকে নিয়ে এসেছেন রামচন্দ্রের ভ্রাতা লক্ষ্মণ। যিনি ছিলেন দাদা-বউদির সঙ্গে চোদ্দো বছর বনবাসের সঙ্গী। না, এবার রামচন্দ্র আসেননি। লক্ষ্মণের সঙ্গে সীতাকে পাঠিয়েছেন বাল্মীকির তপোবনে। যে-তপোবন দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন স্বামীর কাছে। প্রকৃতপক্ষে, লক্ষ্মণের সঙ্গে সীতাকে তপোবন দর্শনে রামচন্দ্র পাঠাননি বাল্মীকি আশ্রমে। তাঁকে নির্বাসনে দিতে এসেছেন লক্ষ্মণ।
সীতা তাঁর নির্বাসনের বিন্দুবিসর্গও জানতেন না। সেইসময় সীতা গর্ভবতী। লক্ষ্মণ অশ্রুসিক্ত। সীতা বুঝতে পারেন না এর পিছনে কারণ কী! তাই তিনি পরিহাস করে বলেছেন দেওর লক্ষ্মণকে, ‘চোদ্দো বছর একসঙ্গে বনবাসে কাটালাম। তার পরে তুমি কি আমাকে ভুলে গেলে! এসো, আমার পাশে বোসো। হয়তো বনবাস কালে তোমাকে অনেক মন্দকথা বলেছি তোমাকে তাই তুমি আমার ওপর অপ্রসন্ন হয়ে আছ।’ লক্ষ্মণ তো জানতেন তাঁর ব্যথাটা কোথায়। এবার তপোবনে বাল্মীকির আশ্রমে বউদি সীতাকে রেখে যখন লক্ষ্মণ ফিরে আসছেন তখন সীতা বুঝতে


সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

lenskart @ home
NOW GET A
FREE EYE TEST
AT HOME!*
SCAN TO BOOK

পারলেন। অভিমানী সীতার চোখে জল। প্রায় বাকরুদ্ধ সীতা তখন বলছেন, 'না দিবেন দেশের মধ্যেতে যদি স্থান। পরীক্ষা করিয়া কেন কৈলা অপমান।।' (রামায়ণ চরিতমালা, বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী, আনন্দ)। কৃত্তিবাস রামায়ণের পৃষ্ঠাগুলো উড়ে আসে মনের গভীরে ঝাড়গ্রামের তপোবনের অরণ্যছোঁয়া বাতাসে।
তপোবন যাওয়া-আসার পথটি ভারী চমৎকার। পথিকের চলার সঙ্গে সঙ্গে অরণ্যও চলে। শাল-পিয়ালের মাঝে কোথাও কোথাও পলাশ উঁকি দেয়। আসা-যাওয়ার পথে অরণ্য পেরিয়ে আদিবাসী গ্রাম পড়ে। মাটির দেওয়াল জুড়ে নানারকম রঙের তুলি বোলানো হয়েছে। দু'টি চোখের আরাম দেয় খানিক! অশীতিপর এক বৃদ্ধা বসে আছেন বাড়ির বাইরের মাটির বারান্দায়। কথা বলতেই জানা গেল তিনিই শিল্পী। বংশপরম্পরায় শিল্প তাঁর মজ্জাগত। বাড়ির অগ্রজদের ফেলে যাওয়া তুলিই তাঁর সম্বল। সব রং প্রকৃতি থেকে আহরিত। গ্রাম আর অরণ্য গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে। পিচ-বাঁধানো রাস্তার ধারে মাঠের ওপর বিশাল এক বটবৃক্ষের নীচে শীতলা মাতার থান। গ্রামের সকলেই পুজোপাঠে ব্যস্ত। এখনও মন্দির গড়ে ওঠেনি। মন চলে গেল সেই রামায়ণ কালে। সীতা তাঁর বনবাসের সময় যেমন শিবপুজো করেছিলেন বালির শিবলিঙ্গ গড়ে। পরবর্তী সময়ে সীতার জন্য রামচন্দ্র গড়ে দিলেন শিবমন্দির-- রামেশ্বর। তপোবনের চারপাশের প্রকৃতি ভীষণই মনোরম। বোঝা যায়, বেশ প্রাচীন জায়গা। হওয়ারই কথা। লব-কুশের জন্মই তো খ্রিস্টের ২১০০ বছর পূর্বে। আর মেদিনীপুরের এই অঞ্চল থেকেই আবিষ্কার হয়েছিল তাম্রযুগের একটি তামার কুঠার।
তপোবন দেখার ফাঁকে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিই। বিজন অরণ্যের পড়ন্ত বিকেলের বাতাস ঝলকে ঝলকে লাগে সারা শরীরে। অরণ্যের গন্ধ লাগে আছে পাতাপুতোয়। রামায়ণের শ্লোকের মতো নিবিড় অরণ্যের আকাশে নেমে আসে গোধূলির রং সমগ্র তপোবন জুড়ে!
কীভাবে যাবেন: ঝাড়গ্রাম শহর থেকে কমবেশি ৫০ কিমি। ভাড়া গাড়িতে যেতে হবে। দরদস্তুর করে গাড়ি নেবেন।

ছবি: লেখক

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

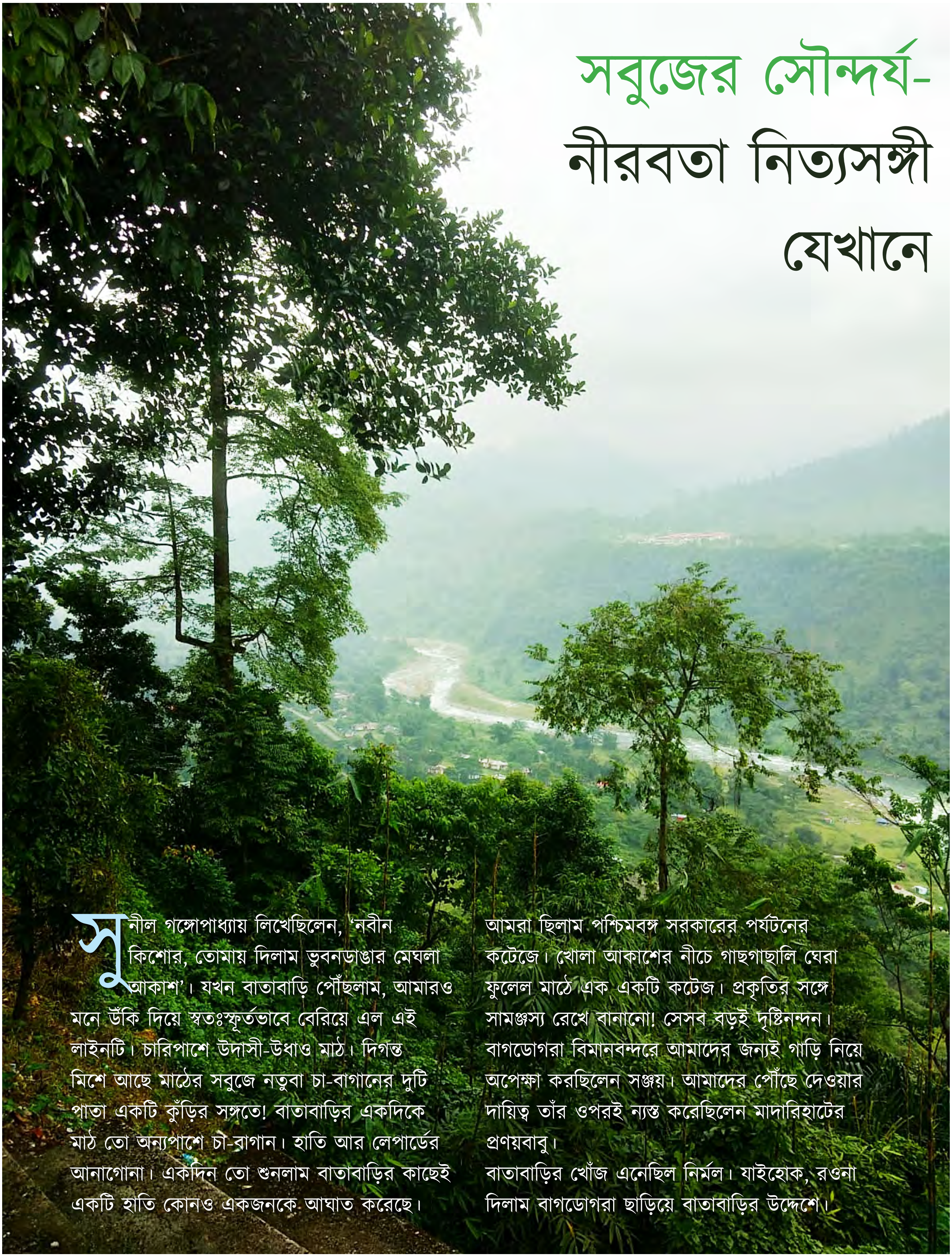

# সবুজের সৌন্দর্য- নীরবতা নিত্যসঙ্গী যেখানে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'নবীন কিশোর, তোমায় দিলাম ভুবনডাঙার মেঘলা আকাশ'। যখন বাতাবাড়ি পৌঁছলাম, আমারও মনে উঁকি দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে এল এই লাইনটি। চারিপাশে উদাসী-উধাও মাঠ। দিগন্ত মিশে আছে মাঠের সবুজে নতুবা চা-বাগানের দুটি পাতা একটি কুঁড়ির সঙ্গতে! বাতাবাড়ির একদিকে মাঠ তো অন্যপাশে চা-বাগান। হাতি আর লেপার্ডের আনাগোনা। একদিন তো শুনলাম বাতাবাড়ির কাছেই একটি হাতি কোনও একজনকে আঘাত করেছে।

আমরা ছিলাম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটনের কটেজে। খোলা আকাশের নীচে গাছগাছালি ঘেরা ফুলেল মাঠে এক একটি কটেজ। প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বানানো! সেসব বড়ই দৃষ্টিনন্দন। বাগডোগরা বিমানবন্দরে আমাদের জন্যই গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন সঞ্জয়। আমাদের পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব তাঁর ওপরই ন্যস্ত করেছিলেন মাদারিহাটের প্রণয়বাবু।

বাতাবাড়ির খোঁজ এনেছিল নির্মল। যাইহোক, রওনা দিলাম বাগডোগরা ছাড়িয়ে বাতাবাড়ির উদ্দেশে।


সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন
www.rojkarananya.com

ডুয়ার্সের পথে-প্রান্তরে অদ্ভুত এক মজা আছে, চমক থাকে বাঁকে বাঁকে! যেতে যেতে মনে হয়, যেন এক দীর্ঘ কবিতা। যে-কবিতা লিখে রেখেছে প্রকৃতি আগত পথিকের জন্য! কোথাও অরণ্যের বাতাসের শব্দ, আবার কোথাও জলের কলরব, তার সঙ্গে সঙ্গতে থাকে ঝিঁঝি পোকার ডাক। এ-ঝিঁঝি সে ঝিঁঝি নয়, এ-ঝিঁঝি ঘণ্টাধ্বনি তোলে অরণ্যানীর অন্দর থেকে! সে এক অপূর্ব মাদকতা! তার ভাললাগা অবর্ণনীয়! এখানকার ল্যান্ডস্কেপ আর চা-বাগান, নয়নাভিরাম! উত্তরবঙ্গ আমার বরাবরই প্রিয় জায়গা। এখানকার প্রতিটি জায়গায় মুগ্ধ করে। আগে কখনও শুনিনি বাতাবাড়ির নাম। শরৎকাল নামেই, আকাশ দেখে বোঝার উপায় নেই। গরমও প্রচুর। গরম, রোদ্দুর, মেঘ, বৃষ্টি মাথায় নিয়ে গাড়ি ছুটছিল বাতাবাড়ির উদ্দেশে। মাঝেমধ্যেই গাড়ি থামিয়ে সঞ্জয় বলে দিচ্ছিলেন, কোনটা কোন নদী। উত্তরবঙ্গে প্রচুর নদী। আবার কয়েকটি বেশ বড়। চমৎকার সব নাম। কিন্তু একটি নদী দেখিয়ে বললেন। "এটি ডায়না।" নদীর নাম ডায়না! বিস্মিত হই। ডায়না তো রাজকুমারীর নাম। কেউ হয়তো আদর করে নাম দিয়েছিলেন ডায়না! তবে ডায়নার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপূর্ব! বাতাবাড়ি যাওয়ার রাস্তার দু'ধারে কেবলই চা-বাগান। আর চা-বাগানের একটা ভিন্ন রূপ-মাধুর্য আছে। তাই একাধিকবার গাড়ি থামিয়ে চা-বাগানের ঘ্রাণ নিয়েছি। কেননা, চা-বাগানের অপূর্ব একটা গন্ধ আছে। বেশিরভাগ চা-বাগান পুজোর সময় বন্ধ, কয়েকটিতে কাজ চলছিল। একটি ছুটির কারণে বন্ধ চা-বাগানে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে মানা করলেন সঞ্জয়। কারণ, এই চা-বাগানে প্রায়ই হাতি বেরোয়। কথা বলতে বলতে পৌঁছে গেলাম বাতাবাড়ির টুরিস্ট কমপ্লেক্সে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

বিশাল এলাকা। চারিপাশে শুধুই গাছগাছালি! এত গাছগাছালি যে, রোদ্দুর পড়তে দেয় না। কতরকম ফুল। সবমিলিয়ে চমৎকার একটা সুবাস ছাড়ছে। মাঝে খোলা জায়গা। ঘাস জমি। গাছগাছালি ঘেরা। চারিপাশে অতিথি থাকার কটেজ। এক পরিবারের জন্য একটি। সীমানার বাইরে চা-বাগান আর ধু ধু সবুজ মাঠ। এ এক অপূর্ব পরিবেশ!

বাতাবাড়ি কেন্দ্র করে প্রতিদিন গাড়ি নিয়ে বেরোতাম। কোনও মূর্তি যাওয়ার পথে গৌরীবাস। চারিধারে জঙ্গল আর পাহাড়। অনেক নীচে পাহাড়-ঘেরা অরণ্যের ফাঁকে জলঢাকা বয়ে চলেছে। গাছের ফাঁকে নজরে আসে প্রকৃতির রূপমাধুরী! যেন রূপকথার দেশ! রাস্তার ওপরই viewpoint. পাশেই একটি খাওয়ার হোটেল। চা থেকে চাউমিন সব মিলবে। মুরগির মাংস আর ভাত দিয়ে দুপুরের ভোজন সেরে নিলাম। তারপর মূর্তি পেরিয়ে আরও দূরে কোথাও রওনা দিলাম। পাহাড়ি বাঁকে বাঁকে রহস্য! অদ্ভুত একটা শব্দ কানে গরুর গলার ঘণ্টার আওয়াজ যেমন হয়! আসলে ওই শব্দ গরুর গলার ঘণ্টার নয়, ঝিঁঝি পোকার ডাক। ঝিঁঝির এই ডাক উত্তরবঙ্গে ছাড়া আর কোথাও নাকি শোনা যায়। পাহাড়ি নদীর বয়ে চলার জলের শব্দ, গাছের পাতাখসা, বাতাসের শব্দের ঐকতান অপূর্ব এক মাধুর্যের মুহূর্ত সৃষ্টি করছিল! গাড়ি একজায়গায় এসে থামল। পাহাড়ি এক নদী অরণ্য পেরিয়ে বয়ে আসছে, তারপর এক বিশাল ভয়ংকর নদী হয়ে চলে যাচ্ছে সমতলে। চেল সেই নদীর নাম। পশ্চিমবঙ্গ-সিকিম সীমান্ত। নদীর ধারে খাওয়ার হোটেল। চা-কফিও পাওয়া যায়। এখানে খুব ভাল, সুস্বাদু নানারকম আচার পাওয়া যায়। বিশেষ করে, এখানকার বিখ্যাত বাঁশের কোঁড়ের আচার। টক, ঝাল, মিষ্টি সবমিলিয়ে অপূর্ব স্বাদ। গরম ভাতে মেখে খেতে দারুণ লাগে!

গেলাম পারেন। জলঢাকা নদীর ধারে নিরিবিলি একটি শান্ত গ্রাম। গ্রামের একদিক দিয়ে বয়ে যাচ্ছে জলঢাকা

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

নদী, আর অন্য পাশে চোখে পড়ে ভুটানের পাহাড়। পারেনের চারপাশে হিমালয়ের অরণ্য, পাহাড়ি পথ, রংবেরঙের ফুল আর সবুজ ঘাসজমি। কয়েকদিন লুকোনোর আদর্শ। চারপাশ হেঁটে ঘুরতে দারুণ লাগে। অরণ্যে সুন্দর সুন্দর সব পাহাড়ি পাখি আর নকশাকাটা পাখনা মেলে উড়েঘুরে বেড়ায় প্রজাপতির দল। জলঢাকা নদীর ধার বেশ নিরিবিলি। কেবলই ভেসে আসে পাহাড়-স্পর্শ বাতাস আর নদীর জলের শব্দ! মন আপন-খেয়ালে ভাল হয়ে যায়! এখানে ভুটানের তৈরি বহুরকম জিনিস বিক্রি হয়। কাপ-প্লেট থেকে শুরু করে হজমিগুলি। অপূর্ব তার স্বাদ। দুটি গুলি মুখে রাখলে অন্তত দু'তিন ঘণ্টা লেগে থাকে স্বাদ!

বাতাবাড়ি থাকার মেয়াদ শেষ। চললাম নতুন ডেরা জলদাপাড়া। হলং নদীর ওপর লোহার ছোট্ট সেতুটি ভেঙে যাওয়ায় কাঠের পাটাতন দিয়ে temporary একটা ব্যবস্থা হয়েছে। তাই গাড়ি থেকে আগে নেমে হেঁটে পেরিয়ে লজে ঢুকতে হচ্ছে। মালপত্র টোটো নিয়ে যাচ্ছে। ব্যবস্থা লজের তরফেই করা।

মালপত্র ঘরে রেখেই বাইরে এলাম। তখনও দিনের আলো আছে। তবে শেষ সাফারির গাড়ি কিছুটা আগেই রওনা দিয়েছে জঙ্গলের পথে। এক গাইডের মুখে জানা গেল, সকালের গাড়িতে যাঁরা ছিলেন তাঁরা খুব মজা করেছেন। অনেককিছু দেখতে পেয়েছেন। তারপর শুনলাম, দুদিন আগেই লজের প্রধান গেটের কাছেই হাতির দল এসে ঘুরে গেছে। সন্ধেবেলা লজ লাগোয়া জঙ্গলের তারের বেড়ার ধারে দুটো বাইসন এসে দাঁড়িয়েছিল। তাদের চোখ দুটো জ্বলছিল। সঙ্গে কুকুরের চিৎকার। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর জঙ্গলের ভিতর চলে যায়। পরদিনও দুটো বাইসন, একটি লেপার্ড, আর একটি বুনো শুয়োর এসেছিল বেড়ার ধারে। তারপর জোরালো আলো ফেলতেই চলে যায় তারা। রাতের দিকে আর আসেনি। ভিড় থাকার কারণে জঙ্গল সাফারির টিকিট পাওয়া যায়নি। এখন অনেকেই আগেই অনলাইন বুকিং করে নেন।

জলদাপাড়ার পাট উঠিয়ে চললাম গজলডোবা। উত্তরবঙ্গের পর্যটনের প্রায় নয়া ঠিকানা। খুব সুন্দর জায়গা। থাকার জায়গাটিও চমৎকার। অনেক খোলামেলা। আমাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল তিস্তার ধারে বসে বরোলি মাছ ভাজা খাওয়া আর কফিতে চুমুক দেওয়া। বরোলির স্বাদ তো লা-জবাব!

তিস্তার ধারে বরোলি মাছ ভাজা খাওয়ার আগে


সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল আর চা-বাগানে গেছিলাম। দুটোই ভয়ংকর! হাতি বেরিয়ে পড়ে যখনতখন। আর আছে কিং কোবরার উৎপাত। যাইহোক বৈকুণ্ঠপুর চা-বাগানটি বিশাল। টোটো চালক বারণ করলেন বাগানে নামতে। কারণ, হাতি বেরোবার সময় হয়ে গেছে। তার চেয়ে বরং তিস্তার ধারে যাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সবসময় স্থানীয়দের কথায় মান্যতা দিতে হয়। চলে এলাম তিস্তার ধারে। পড়ন্ত বিকেলে বহু মানুষ নৌকায় ভেসে পড়েছেন তিস্তার বুকে। তিস্তায় প্রচুর পরিযায়ী পাখি আসে। তখনও অত পাখি আসেনি। কিছু এসেছে।

গজলডোবায় খাওয়ার জায়গাটি চমৎকার। কাচে ঘেরা। টুরিস্ট লজের নিজস্ব টোটো আছে, তারাই যাতায়াত করে, লজ থেকে খাওয়ার জায়গা আবার লজে পৌঁছে দেওয়া। তবে খাওয়াদাওয়ার পর অনেকেই হাঁটতে পছন্দ করেন। আমরাও তাই করতাম। রাতের গজলডোবা বেশ মোহময়! পূর্ণিমার সময় চাঁদ এসে আটকে থাকে মাঠের ওপর। জ্যোৎস্নার সর ভেসে থাকত মাঠের ঘাসজমিতে। গাছগাছালিগুলো কামরাঙা জ্যোৎস্নায় আরও রূপকথার মতো লাগে! রাত্রিবেলা ব্যালিকনিতে দাঁড়িয়ে রাতের প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে বেশ লাগত। গজলডোবার রূপ-মাধুর্যে ভেসে যাওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই।

কীভাবে যাবেন: কলকাতা বিমানবন্দর থেকে বাগডোগরা নেমে গাড়ি। ট্রেনে এনজেপি তারপর গাড়িতে যেতে হবে। আরও সুবিধামতো কীভাবে যাওয়া যায় তা জেনে নিন।

কোথায় থাকবেন: পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন অফিসে গিয়ে খোঁজখবর নিতে হবে।

ছবি: লেখক


সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

১

## গন্তব্য বেছে নিন বুঝে-শুনে:

প্রথমেই এমন জায়গা বেছে নিন যা নিরাপদ, পর্যটকপ্রিয় এবং যাতায়াত সহজ। ট্রিপের আগে গন্তব্যের আবহাওয়া, নিকটবর্তী হাসপাতাল, থানা, টুরিস্ট অফিস ইত্যাদির তথ্য জেনে নিন। ভ্রমণস্থানে নেটওয়ার্ক কভারেজ কেমন তা জেনে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ।

২

## স্মার্ট প্যাকিং:

আপনার পোশাক হোক আবহাওয়া ও সংস্কৃতির উপযোগী। পাহাড়ে জ্যাকেট, রেনকোট, স্কার্ফ সব রাখুন। ব্যক্তিগত ওষুধ, স্যানিটারি ন্যাপকিন, স্যানিটাইজার, পেপার সোপ, সেফটি পিন, ছোট টর্চ ও পাওয়ার ব্যাঙ্ক রাখতেই হবে। হালকা লাগেজ, ছোট ব্যাকপ্যাক এবং চেকলিস্ট মেনেই গুছিয়ে নিন।

# মেয়েদের জন্য পুজোর ছুটিতে স্মার্ট ট্রাভেল টিপস!

পুজোর ছুটিতে বেড়াতে যাওয়া মানেই আনন্দ, মুক্তি আর স্মৃতির ঝুলি ভরিয়ে ফেরা। তবে একা বা শুধুমাত্র মেয়েদের টিমে ট্রাভেল করলে কিছু সাবধানতা ও প্রস্তুতি থাকা জরুরি। সময়, জায়গা ও পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী একটু স্মার্ট প্ল্যানিং করলেই আপনার ভ্রমণ হতে পারে নিরাপদ, স্বস্তির এবং উপভোগ্য।


সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

## ৩ ফোনে থাকুক কিছু গুরুত্বপূর্ণ অ্যাপ ও তথ্য:

Google Maps, Cab Booking Apps, Hotel Booking Apps, SOS Alert Apps (Nirbhaya, Raksha) ইনস্টল রাখুন।

পরিবার ও বন্ধুদের ফোনে লাইভ লোকেশন শেয়ার করে রাখুন। মোবাইলে গুরুত্বপূর্ণ পরিচয়পত্র (আধার, টিকিট, হোটেল বুকিং)-এর ডিজিটাল কপি রাখুন।

## ৪ হোটেল বাছাইয়ে সতর্কতা:

রিভিউ পড়ে, পরিচিত বা বিশ্বাসযোগ্য অ্যাপ থেকে হোটেল বুক করুন। যদি সম্ভব হয় মহিলাদের জন্য উপযোগী হোটেল বা হোম-স্টে বেছে নিন। রাতে অচেনা জায়গায় একা বাইরে না যাওয়াই ভালো।

## ৫ স্থানীয়দের সঙ্গে আলাপ সাবধানে:

অচেনা কারওর সঙ্গে অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা বা তথ্য শেয়ার না করাই ভালো। বিপদে পড়লে স্থানীয় দোকান, পুলিশ স্টেশন বা হোটেলের রিসেপশনে সাহায্য চাইতে দ্বিধা করবেন না।

## ৬ টাকা ও গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্র সামলে রাখুন:

ক্যাশ ও কার্ড ভাগ করে রাখুন। ছোট ব্যাগে রাখুন কিছু জরুরি টাকা। পাসপোর্ট, আইডি, টিকিট, টাকা আলাদা আলাদা জায়গায় রাখুন। ব্যাগে এক্সট্রা চেন বা লক ব্যবহার করুন।

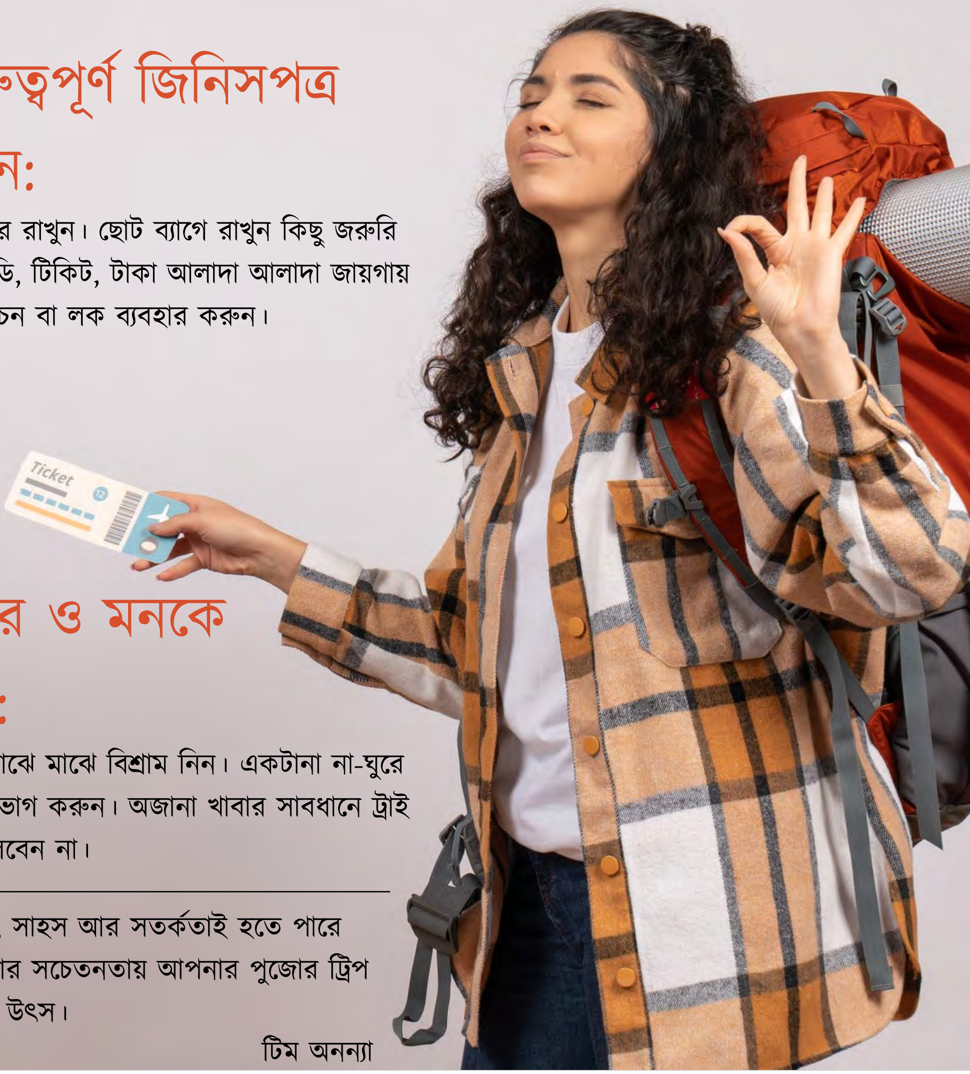


## ৭ নিজের শরীর ও মনকে প্রাধান্য দিন:

ভ্রমণে ক্লান্তি এড়াতে মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিন। একটানা না-ঘুরে ধীরে ধীরে গন্তব্য উপভোগ করুন। অজানা খাবার সাবধানে ট্রাই করুন, জল খেতে  ভুলবেন না।

---

একজন নারী ভ্রমণপ্রেমী হলে বাধা নয়, সাহস আর সতর্কতাই হতে পারে সবচেয়ে বড় সঙ্গী। একটু পরিকল্পনা আর সচেতনতায় আপনার পুজোর ট্রিপ হয়ে উঠুক আনন্দদায়ক ও অনুপ্রেরণার উৎস।

টিম অনন্যা


সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

এলিজা

# ঘরের কোণে গড়ে উঠুক নিজের ছোট্ট জগত!

আমাদের অনেককেই এখন আর সকাল আটটার বাস বা ট্রেন ধরার কথা ভাবতে হয় না। সময়ের সঙ্গে বদলেছে কাজের ধরন ও পরিসর। আর এই পরিবর্তনের কেন্দ্রে রয়েছে হোম অফিস বা ওয়ার্ক ফ্রম হোম কনসেপ্ট। কিন্তু হোম অফিস মানে কি শুধুই একটা ডেস্ক আর একটা চেয়ার, নাকি এমন একটি জায়গা, যেখানে চিন্তা, নৈঃশব্দ্য ও সৃষ্টিশীলতা একসাথে বেড়ে ওঠে? হোম অফিস হতে পারে আপনার নিজস্ব এক আশ্রয়, যেখানে আপনি কাজ করতে পারেন, স্বপ্ন দেখতে পারেন, আবার মাঝেমধ্যে একটুখানি চুপচাপ বসেও থাকতে পারেন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন
www.rojkarananya.com

স্থান:

● এমন একটা কোণ খুঁজুন, যেটা কথা বলে।

● একটি ভালো হোম অফিস তৈরির প্রথম ধাপ সঠিক জায়গা নির্বাচন।

খেয়াল রাখুন:

● বাইরের আওয়াজ যেন কম আসে

● বাড়ির অন্যান্য কাজকর্ম বা চলাচল যেন কম থাকে

● জানালা থাকলে খুব ভালো, আলো ও হাওয়া দুটোই দরকার

● এমন জায়গা বেছে নিন, যার অন্তত একপাশের দেয়াল আপনি নিজের মতো করে সাজাতে পারেন

আসবাব:

● আরাম, রুচি ও কার্যকারিতার মিলন

● হোম অফিসে আসবাব বাছার সহজ নিয়ম, ফাংশন মিটস ফর্ম। মানে, যা দেখতে ভালো লাগে, আবার ব্যবহারযোগ্যও হয়।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ডেস্ক:

● মাঝারি আকারের, মজবুত কাঠের একটি ডেস্ক নেওয়া যেতে পারে, যাতে ল্যাপটপ, নোটপ্যাড, মোমবাতি, কফি মগ, জলের বোতল এবং একটি ছোট গাছ রাখা যায়। ইন-উড বা প্লাইউডের আধুনিক ডেস্কও হতে পারে ভাল বিকল্প।

চেয়ার:

● ব্যাক সাপোর্ট-সহ একটি আরগোনমিক চেয়ার নেওয়া ভালো, তবে তার মধ্যে যেন সফটনেস ও নান্দনিকতাও থাকে। কুশন-প্যাডেড বাঁশের হাই ব্যাক চেয়ারও একটা আকর্ষণীয় বিকল্প।

শেলফ বা ওয়াল ইউনিট:

● কাজের বই, কিছু প্রিন্ট, স্টেশনারি ও অনুপ্রেরণামূলক সামগ্রী রাখার জন্য ছোট তাক রাখা যেতে পারে। পুরনো কোনো তাককে নতুন করে ব্যবহার করাও চলতে পারে।

জায়গা কম হলে:

● একটি ফোল্ডিং ডেস্ক, বেডসাইড টেবিল, হালকা ওয়াল শেলফ বা হ্যাংগিং অর্গানাইজার ব্যবহার করে জায়গার সর্বোত্তম ব্যবহার করা সম্ভব।

রঙ ও টেক্সচার:

● স্পেস-এর সঙ্গে স্পিরিটের মেলবন্ধন

হোম অফিসের পরিবেশ বদলে দিতে পারে রঙ। হালকা সবুজ, ধূসর বা মাটির রঙ, মন শান্ত রাখে। হালকা হলুদ বা অফ হোয়াইট, মন ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে। তবে অফিসের রঙ যেন ঘরের বাকি রঙের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

সাজানোর উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন:

● নিজের আঁকা একটি ছোট ক্যানভাস
● একপাশে আলপনা প্রিন্টের ওয়াল
● জানালায় জামদানি মোটিফের পাতলা পর্দা
● ডেস্কে হ্যান্ড পেইন্টেড মাটির টব ও তাতে একটি সবুজ গাছ

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

এই সবকিছু যেন আপনার ব্যক্তিগত গল্পের অংশ হয়ে ওঠে।

আলো ও প্রযুক্তি:

● আধুনিক আর শৈল্পিক ভারসাম্য

হোম অফিসে প্রযুক্তি থাকবে ঠিকই, তবে সেটি যেন চোখে পড়ে না। জায়গাটি যেন একসাথে শান্ত ও সক্রিয় থাকে।

ডেস্ক ল্যাম্প:

● নিজের কাজের ধরন ও ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী ল্যাম্প বেছে নিন। নানা ধরণের ল্যাম্প ও ল্যাম্পশেড এখন বাজারে সহজলভ্য।

ইন্টারনেট রাউটার:

● কাঠের বক্সে ঢেকে রাখা যায়, অথবা ডেস্কের নিচে সেমি-কভার্ড জায়গায় রাখা যেতে পারে।

কেবল অর্গানাইজার:

● টেবিলের নিচে বা ওপরে স্টাইলিশ কেবল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ব্যবহার করুন। ইউএসবি পোর্টসহ ওয়াল সকেট থাকলে সুবিধা হয়।

আলো:

● দিনের বেলায় জানালা দিয়ে সূর্যের আলো আর সন্ধ্যায় ডেস্ক ল্যাম্পের আলো, এই আলোর ছন্দে তৈরি হয় কাজের মুড। সঙ্গে একটি সুগন্ধি ক্যান্ডেল জার রাখলে পরিবেশ আরও প্রশান্তিময় হয়।

স্পর্শ ও সুগন্ধ: হোম অফিস হোক জীবন্ত

● একটি ইনসেন্স স্টিক, এসেনশিয়াল অয়েল ডিফিউজার বা সুগন্ধি ক্যান্ডেল রাখতে পারেন, যেমন ল্যাভেন্ডার, লেমন গ্রাস বা ইউক্যালিপটাস।

নরম ছোঁয়া:

● নরম কুশন, মাদুর কাঠি বা জুটের ডেস্ক ম্যাট, মসৃণ সিরামিকের ছোট পেন হোল্ডার, সব কিছু যেন ছুঁয়ে দেখার মতো টানে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

**স্মৃতি:**

- প্রিয় মানুষের লেখা চিঠি, ছোট্ট মাটির ঘণ্টা, পুরনো ক্যামেরার শেল, পরিবারের কারও হাতে আঁকা ছবি বা ওয়াল হ্যাঙ্গিং, এসব রাখুন আপনার আশেপাশে।

### এটা আপনার স্পেস, তাই আপনার গল্প বলুক

হোম অফিসকে সাজান এমনভাবে, যেখানে ঘড়ির কাঁটা শুধু সময় নয়, সৃজনের ছন্দ বলে। যেখানে ডেস্কের উপর রাখা গাছটার মতোই আপনি নিজেও একটু একটু করে বড় হন।যেখানে প্রতিটি বস্তু আপনাকে মনে করিয়ে দেয়, আপনি কে, আপনি কী করতে চান।

### থিম অনুযায়ী সাজানোর কিছু ভাবনা:

- **বোহেমিয়ান:** কুশনে হাতের কাজ, গালিচায় আফগানি প্রিন্ট, ম্যাকারেম, শুকনো ফুলের ডাল আর জুটের ছোঁয়া
- **মিনিমাল:** সিম্পল, ইউজফুল, স্লিক আসবাব; ন্যূনতম রঙ ও সাজ
- **রিজিওনাল বাঙালি:** কাঁসার জিনিস, কাঠের ফ্রেমে আলপনা, মাদুর কাঠি, পোড়ামাটির সামগ্রী
- **আধুনিক মেট্রো:** ধাতব ফিনিশ, ব্রাস হ্যান্ডেল, কালার ব্লকিং
- **ইন্ডাস্ট্রিয়াল/রাস্টিক:** এক্সপোজড ব্রিকস, রাফ কাঠ, ব্ল্যাক ফ্রেম

হোম অফিস মানে শুধু কাজের জায়গা নয়।
এটা আপনার একটি স্যাংচুয়ারি, যেখানে আপনি নিজের সঙ্গে সময় কাটাতে পারেন, নিজের মন ও স্বপ্নকে স্পর্শ করতে পারেন।
হোম অফিস হোক আপনার মতো করে, আপনার বাজেট, আপনার ভাবনা আর আপনার স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে সুর মিলিয়ে।


সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

আকাশ ৮
বাংলার নিজের চ্যানেল
একই স্বাদ
আরও কাছের ঠিকানায়!
রাঁধুনী
রাঁধুনী এখন platform 8 অ্যাপেও!

# সময়ের হাত ধরে আজও সবার মুখে

বরুণ সেনগুপ্ত, অর্চিষ্মান সেনগুপ্ত

## বাটার বাগদা কারি

### কী কী লাগবে

মাখন, নুন, হলুদগুঁড়ো, বাগদা চিংড়ি, পেঁয়াজবাটা, আদা-রসুন বাটা, টম্যাটোবাটা, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, গরমমশলাগুঁড়ো, গোলমরিচগুঁড়ো, চিনি, নুন, টকদই ও গন্ধরাজ লেবুর পাতা।

### কীভাবে বানাবেন

প্রথমে ফ্রায়িং প্যানে মাখন গরম করে নুন-হলুদ গুঁড়ো মাখানো বাগদা চিংড়িগুলো দিয়ে ভাজতে হবে। অন্যদিকে কড়াইয়ে মাখন গরম করে তাতে পেঁয়াজবাটা, আদা-রসুন বাটা, টম্যাটো বাটা, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, গরমমশলাগুঁড়ো, গোলমরিচগুঁড়ো, চিনি, নুন, অল্প জল সবকিছু দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। এরপর এতে টকদই ভাজা চিংড়ি মাছ দিয়ে নেড়েচেড়ে গন্ধরাজ লেবুর পাতা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। নামিয়ে উপর থেকে মাখন দিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন বাটার বাগদা কারি।


সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

# সময়ের হাত ধরে আজও সবার মুখে

নিতা নাথ

## নবাবি চিতল

### কী কী লাগবে

সর্ষের তেল, চিতল মাছ, গোটা গরমমশলা, তেজপাতা, পেঁয়াজবাটা, আদা-রসুন বাটা, কাঁচালঙ্কাবাটা, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, চিনি, টকদই, নুন, নারিকেলের দুধ, কাজুবাদামবাটা, ঘি ও ধনেপাতা।

### কীভাবে বানাবেন

প্রথমে একটা ফ্রাইং প্যানে সর্ষের তেল গরম করে নুন মাখানো চিতল মাছ ভাজতে হবে। অন্যদিকে একটা কড়াইতে সর্ষের তেল গরম করে গোটা গরমমশলা তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজবাটা আদা-রসুন বাটা কাঁচালঙ্কাবাটা দিয়ে একটু কষিয়ে নিতে হবে। তারপর কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো চিনি ফেটানো টকদই, নুন, নারিকেলের দুধ, কাজুবাদাম বাটা দিয়ে নেড়েচেড়ে ভাজা চিতল মাছগুলো দিতে হবে। কিছুক্ষণ ঢেকে রেখে নামিয়ে উপর থেকে ঘি ও ধনেপাতা ছড়িয়ে পরিবেশন করুন নবাবি চিতল।


সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

আকাশ ৮

# সময়ের হাত ধরে আজও সবার মুখে

মিতা সরকার

## চিতি কাঁকড়ার তরকারি

### কী কী লাগবে

সর্ষের তেল, নুন-হলুদ গুঁড়ো মাখানো চিতি কাঁকড়া, কালো জিরে কাঁচালঙ্কা, লম্বা করে কাটা শসা, হলুদগুঁড়ো, নুন, লাল লঙ্কার গুঁড়ো, চিনি, সাদা সর্ষেবাটা।

### কীভাবে বানাবেন

প্রথমে ফ্লাইং প্যানে সর্ষের তেল, গরম করে নুন-হলুদ গুঁড়ো মাখানো চিতি কাঁকড়া দিয়ে ভাজতে হবে। অন্যদিকে একটা কড়াইতে কালো জিরে, কাঁচালঙ্কা ফোড়ন দিয়ে লম্বা করে কাটা শসা দিয়ে ভাজা-ভাজা করে হলুদগুঁড়ো, নুন, লাল লঙ্কার গুঁড়ো, চিনি, সাদা সর্ষেবাটা, কালো সর্ষেবাটা, অল্প জল দিয়ে নেড়েচেড়ে নিতে হবে। এবার ভাজা কাঁকড়াগুলো দিয়ে মিশিয়ে ঢেকে দিতে হবে। কাঁকড়া সিদ্ধ হলে নামিয়ে গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন চিতি।



সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

# সময়ের হাত ধরে আজও সবার মুখে

দেবরাজ মিত্র, নূপুর মিত্র
শোভাবাজার রাজবাড়ি

## স্পেশাল খাস্তা কচুরি

### কী কী লাগবে

সাদা তেল, গোটা জিরে, গোটা শুকনোলঙ্কা, সিদ্ধ করা ছোলার ডাল, নুন, চিনি, জিরে, শুকনোলঙ্কা, গরমমশলা ভেজে গুঁড়ো করা, ঘি, সোডা, মাখা ময়দা।

### কীভাবে বানাবেন

প্রথমে ফ্লাইং প্যানে সাদা তেল গরম করে গোটা জিরে, গোটা শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে সিদ্ধ করা ছোলার ডাল, নুন, চিনি, জিরে, শুকনোলঙ্কা গরমমশলা একসঙ্গে ভেজে গুঁড়ো করা মশলা দিয়ে নেড়েচেড়ে নিতে হবে। এরপর ঘি, সোডা, নুন দিয়ে ময়দা মেখে নিয়ে তার ডো বানিয়ে নিতে হবে। তারপর লেচি কেটে বেলে নিয়ে বানানো পুরটা ভালো করে মুড়ে নিতে হবে। এবার কড়াইতে সাদা তেল গরম করে ডিপ ফ্রাই করে নিতে হবে। নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন ঐতিহ্যবাহী শোভাবাজার রাজবাড়ির স্পেশাল খাস্তা কচুরি।


সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

# স্বাদে গুণে সয়াবিন

প্রতিদিনের রান্নায় বৈচিত্র আনতে চান, আবার পুষ্টিগুণেও যেন কমতি না থাকে, এমন খোঁজে অনেকেই সয়াবিনকে মূল উপকরণ হিসেবে বেছে নেন। নিরামিষ হোক বা আমিষ, সয়াবিন আজ শহর থেকে গ্রাম, সব রান্নাঘরের এক চেনা উপকরণ। এতে যেমন আছে উচ্চ প্রোটিন, তেমনই থাকে ফাইবার, আয়রন ও ওমেগা-৩-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ উপাদানও।

এই সংখ্যায় আমরা তুলে ধরেছি সয়াবিন দিয়ে বানানো কিছু বাছাই করা রেসিপি, যা সহজ, রোজকার রান্নাবান্নায় উপযোগী অথচ একটু অন্যরকম! লিস্টে রইল ঘরোয়া ডালনা থেকে শুরু করে রোল, কাবাব, চপ, এমনকি সয়াবিন দিয়ে তৈরি বিশেষ উৎসবের রান্নাও। চলুন, খুব চেনা সয়াবিনের, অচেনা স্বাদকে নতুন করে আবিষ্কার করি, নিজেদের হেঁশেলে।

সংকলনে সুস্মিতা মিত্র


সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

# সয়া প্যাটি বার্গার

**কী কী লাগবে**

সয়াচাঙ্ক ১ কাপ (ভিজিয়ে সিদ্ধ করা), সিদ্ধ আলু ১টি, আদা-রসুন বাটা ১ চা-চামচ, কাঁচালঙ্কাকুচি পরিমাণমতো, ধনেপাতাকুচি ১ টেবিল চামচ, ভাজা মশলা/Shalimar's Chef Spices গরমমশলাগুঁড়ো অল্প, লবণ স্বাদমতো, ব্রেড ক্রাম্বস ২ টেবিল চামচ, Shalimar's sunflower তেল ভাজার জন্য, বার্গার বান, টম্যাটো, পেঁয়াজ, লেটুস, টম্যাটো সস, চিজ স্লাইস পরিবেশনের জন্য

**কীভাবে বানাবেন**

সয়া চাঙ্ক চটকে আলু, মশলা, ধনেপাতা, ব্রেড ক্রাম্বস মিশিয়ে প্যাটি বানিয়ে নিন। হালকা তেলে সেকে নিন। বান কেটে সস মাখিয়ে প্যাটি, সবজি সাজিয়ে নিলেই তৈরী সয়া বার্গার।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

# সয়া কিমা রোল

**কী কী লাগবে**

সয়াচাঙ্ক ১ কাপ (ভিজিয়ে সিদ্ধ করে মিহি করে কুচনো), ১টি পেঁয়াজকুচি, আদা-রসুন বাটা ১ চা-চামচ, কাঁচালঙ্কা পরিমাণমতো, ১টি টম্যাটোকুচি, ধনেপাতাকুচি ১ টেবিল চামচ, গরমমশলা অল্প, লবণ স্বাদমতো, পরোটা বা তর্তিলা রুটি ২টি, টম্যাটো সস, Shalimar's Chef Spices চাট মশলা পরিবেশনের জন্য, Shalimar's Sunflower তেল ভাজার জন্য

**কীভাবে বানাবেন**

তেলে পেঁয়াজ ভেজে আদা-রসুন, কাঁচালঙ্কা, টম্যাটো ও সয়া কিমা দিয়ে ভালো করে কষান। ধনেপাতা ও মশলা মিশিয়ে নামিয়ে নিন। পরোটায় এই মিশ্রণ ভরে রোল বানান। সস বা মেয়োনিজ দিয়ে ইচ্ছেমতো সাজিয়ে পরিবেশন করুন।


সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

# চিলি সয়া

**কী কী লাগবে**

সয়াচাঙ্ক ১ কাপ (ভিজিয়ে সিদ্ধ করা), পেঁয়াজ ও ক্যাপসিকাম কিউব করে কাটা, রসুনকুচি ১ চা-চামচ, ২-৩টি কাঁচালঙ্কা চেরা, সয়াসস, চিলি সস, টম্যাটো সস ১ টেবিল চামচ করে, কর্নফ্লাওয়ার ২ চা-চামচ (জল মিশিয়ে), লবণ ও চিনি স্বাদমতো, Shalimar's Chef Spices গোলমরিচগুঁড়ো ১/২ চ-চামচ, Shalimar's Sunflower তেল ভাজার জন্য

**কীভাবে বানাবেন**

সিদ্ধ সয়াবিন ডিম কর্নফ্লাওয়ার হালকা ভেজে তুলে রাখুন। প্যানে রসুন, পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম ভেজে সসগুলো দিন। সয়াচাঙ্ক মিশিয়ে নাড়ুন। শেষে কর্নফ্লাওয়ার জল দিয়ে ঘন করে নামিয়ে পরিবেশন করুন। রুটি, পরোটা বা নুডলসের সঙ্গে জমে যাবে এই ঝাল ঝাল মশলাদার মুখরোচক পদটি!


সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

## সয়াবিনের পোলাও

### কী কী লাগবে

বাসমতী চাল ১ কাপ (ভিজিয়ে জল ঝরিয়ে নেওয়া), সয়াচাঙ্ক ১/২ কাপ (ভিজিয়ে সিদ্ধ করা), পেঁয়াজ ১টি (স্লাইস করে কাটা), আদা-রসুন বাটা ১ চা-চামচ, Shalimar's Chef Spices হলুদগুঁড়ো আধ চা-চামচ, Shalimar's Chef Spices লঙ্কাগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, গোটা গরমমশলা ২-৩টি (দারুচিনি, এলাচ, লবঙ্গ), ঘি ও Shalimar's Soyabean তেল পরিমাণমতো, লবণ ও চিনি স্বাদমতো, কাঁচালঙ্কা ২টি, জল দেড় কাপ, কাজু ও কিশমিশ (ঐচ্ছিক)

### কীভাবে বানাবেন

কড়াইয়ে তেল-ঘি গরম করে গরমমশলা ফোড়ন দিন। পেঁয়াজ ভেজে আদা-রসুন বাটা, হলুদগুঁড়ো, লঙ্কাগুঁড়ো দিয়ে কষান। সিদ্ধ সয়াচাঙ্ক মিশিয়ে নাড়ুন। চাল দিয়ে ২-৩ মিনিট ভেজে জল দিন। লবণ, কাঁচালঙ্কা ও অল্প চিনি দিয়ে ঢাকা দিয়ে রান্না করুন। জল শুকিয়ে এলে নামিয়ে দিন।


সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

# সয়া কিমা স্যান্ডউইচ

### কী কী লাগবে

সয়াচাঙ্ক ১ কাপ (ভিজিয়ে সিদ্ধ করে কিমা করা), ১টি পেঁয়াজকুচি, আদা-রসুন বাটা ১ চা-চামচ, ১টি টম্যাটো কুচি, কাঁচালঙ্কা পরিমাণমতো, ধনেপাতাকুচি ১ টেবিল চামচ, Shalimar's Chef Spices গরমমশলাগুঁড়ো অল্প, লবণ স্বাদমতো, পাউরুটির স্লাইস প্রয়োজনমতো, মাখন বা মেয়োনিজ ঐচ্ছিক, Shalimar's Sunflower তেল সামান্য

### কীভাবে বানাবেন

তেলে পেঁয়াজ, আদা-রসুন, টম্যাটো কষে সয়া কিমা দিন। মশলা, লবণ মিশিয়ে শুকনো করে নিন। রুটিতে মাখন মাখিয়ে মিশ্রণটি ছড়িয়ে দিন, অন্য রুটি দিয়ে ঢাকা দিয়ে হালকা সেকে নিন। চাইলে গ্রিল করে বা টোস্ট করেও পরিবেশন করতে পারেন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

# সয়া কাবাব

## কী কী লাগবে

সয়াচাঙ্ক ১ কাপ (ভিজিয়ে সিদ্ধ করে চটকে নেওয়া), সিদ্ধ আলু ১টি, ১টি পেঁয়াজকুচি, আদা-রসুন বাটা ১ চা-চামচ, কাঁচালঙ্কাকুচি পরিমাণমতো, ধনেপাতাকুচি ১ টেবিল চামচ, Shalimar's Chef Spices গরমমশলাগুঁড়ো অল্প, লবণ স্বাদমতো, ব্রেড ক্রাম্বস মেশানোর জন্য ও গড়ানোর জন্য, Shalimar's Sunflower তেল সেকার জন্য

## কীভাবে বানাবেন

সব উপকরণ মিশিয়ে কাবাবের মতো গোল বা ওভাল আকার দিন। ব্রেড ক্রাম্বসে গড়িয়ে হালকা তেলে সেকে নিন বা shallow fry করুন। সস বা চাটনি দিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।


সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

# শাড়ি ম্যাজিক!

এলিজা

‘শাড়ি’ শব্দটা যতই পরিচিত হোক না কেন, সেটা আমাদের ছেলেবেলার চোখে লেগে থাকা এক রঙিন স্বপ্ন, অথবা মা-দিদিমার ঘ্রাণমাখা পুরনো অভিজ্ঞতা, আজকের নারীর শাড়ি কিন্তু উপযুক্ত ব্লাউজ ছাড়া অসম্পূর্ণ। একটা শাড়ির সঙ্গে ঠিকঠাক ব্লাউজ মানে, আত্মবিশ্বাসটাও যেন শাড়ির আঁচলে জড়িয়ে নেওয়া। আজকের আলোচনা সেই স্বল্প পরিসরের ম্যাজিক নিয়ে যা একটা শাড়ির লুককে ‘নট সো গুড’ থেকে ‘মাইন্ড ব্লোয়িং’-এ পৌঁছে দিতে পারে। একটা ব্লাউজ গাইড, যা আপনার শাড়ির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখবে, শরীরের গঠনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবে, আর আপনাকে ঠিক আপনার মতো করেই গ্ল্যামারাস করে তুলবে।


সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন
www.rojkarananya.com

## শাড়ির ডিজাইন অনুযায়ী ব্লাউজ বাছা

● ম্যাচিং বনাম কনট্রাস্ট

গর্জাস বা সিম্পল: যে-কোনও শাড়ির সঙ্গেই মানিয়ে যেতে পারে পুরোপুরি ম্যাচিং ব্লাউজ। সাদামাটা হলেও তার নিজস্ব স্টাইল থাকে। আর যদি চান একটু চমক? তবে কনট্রাস্ট রঙের ব্লাউজ ট্রাই করুন। শাড়ির রংটাই যেন আরও বেশি ফুটে ওঠে। এমব্রয়ডারি ও অলংকার শাড়িতে যদি অনেক কাজ থাকে, ব্লাউজ হোক মিনিমাল। আবার একেবারে সাদামাটা শাড়ির সঙ্গে ভারী এমব্রয়ডারি বা ইউনিক এমবেলিশমেন্ট ব্লাউজ বদলে দিতে পারে পুরো মুড, একটুকরো রোদের মতো।

## নেকলাইন, স্লিভ ও ব্যাক ডিজাইন নিয়ে খেলুন:

● নেকলাইন স্টাইলস

রাউন্ড নেক: ক্লাসিক ও কমন সাধারণ দিনগুলোয় একেবারে পারফেক্ট।

ভি-নেক: মুখকে লম্বা ও পাতলা দেখায় সিম্পল, অথচ ইলিগ্যান্ট।

হল্টার নেক: সাহসী, পার্টির জন্য আদর্শ।

বোট নেক/স্কয়ার নেক: লুকে একটা স্টাইলিশ এজ এনে দেয়।

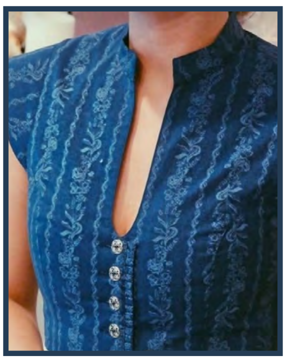

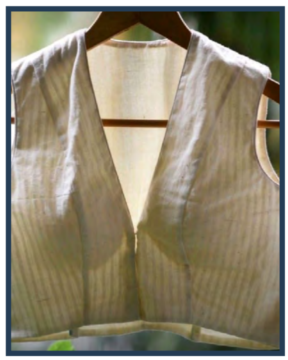

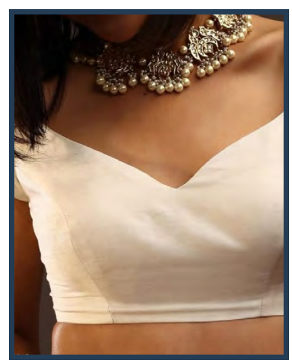

## ব্যাক ডিজাইন

কাট-আউট ব্যাক/কীহোল ডিজাইন: এলিগ্যান্সের সঙ্গে স্টাইলিশ এজ।

ব্যাকলেস: আপনি যদি কনফিডেন্ট হন হোক একদম বোল্ড।

নেট ব্যাক/শিয়ার প্যানেল: একটু ডেলিকেট, একটু স্টেটমেন্ট লুক।


সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

## স্লিভ স্টাইলস

স্লিভলেস: আরামদায়ক, হালকা, কনটেম্পোরারি।

ক্যাপ স্লিভ: নারীকণ্ঠে এক কোমল ছোঁয়া।

থ্রি-কোয়ার্টার স্লিভ: ব্যালান্সড ফর্মাল ও ইজি।

ফুল স্লিভ: ভারী শাড়ি বা শীতের অনুষ্ঠান একেবারে মানানসই।

## কাপড় অনুযায়ী ব্লাউজের চরিত্র

সিল্ক: রাজকীয়, বিয়ে বা উৎসবের জন্য আদর্শ।

শিফন/জর্জেট: হালকা ও মোহময় সন্ধ্যা বা গেট-টুগেদারে উপযুক্ত।
অর্গানজা: এলিগ্যান্ট, স্ট্যান্ডআউট ক্লাসি পার্টির জন্য।

সিকুইন: আলোয় ঝলমল রাতের পার্টিতে ফাটাফাটি লুক।

হ্যান্ডলুম/খাদি: যে-কোনও দিনে দারুণ ইন্ডি লুক আনতে পারফেক্ট।

## বডি টাইপ অনুযায়ী ব্লাউজ স্টাইল

অ্যাপল বডি (উপরে ভারী, নিচে পাতলা)

- ✓ ফুল স্লিভ বা এলবো স্লিভ, হালকা কাপড়, সলিড কালার
- × ভারী গলার কাজ, প্লাঞ্জিং নেক


সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

**প্লাস-সাইজ বডি (কার্ভ ফ্লন্ট করতে চান)**

✓ স্ট্রাকচারড ফিট, ভি-নেক, ডার্ক টোনস

× বক্সি ফিট বা মাইক্রো প্রিন্ট

**পিয়ার বডি (উপরে পাতলা, নিচে ভারী)**

✓ বোট নেক, ক্যাপ স্লিভ, শোল্ডার হাইলাইট

× ভারী স্লিভস বা ঢোলা কাট

**আওয়ারগ্লাস বডি (কোমর স্পষ্ট)**

✓ ফিটেড ব্লাউজ, সুইটহার্ট নেক, প্রিন্সেস কাট

× বক্সি ফিট বা খুব ঢোলা কাট

**রেকট্যাঙ্গুলার বডি (সব দিকেই প্রায় সমান)**

✓ পেপলম, রাফল, অফ-শোল্ডার

× স্ট্রেট বা একেবারে সাদামাটা কাট

**ইনভার্টেড ট্রায়াঙ্গেল (চওড়া শোল্ডার)**

✓ ভি-নেক, কাওল নেক, কোমর এমবেলিশড

× প্যাডেড শোল্ডার বা হেভি টপ

**ওভাল বডি (মধ্যাংশে ভারী)**

✓ এম্পায়ার লাইন, এ-লাইন ব্লাউজ, স্কুপ নেক

× কোমর চেপে ধরা ডিজাইন

**অ্যাথলেটিক বডি (টোনড ও ব্যালান্সড)**

✓ হল্টার নেক, কাটআউট, পেপলম নারীত্বের ছোঁয়া

× স্লাচি বা শেপলেস ব্লাউজ

**পেটিট বডি (ছোটখাটো গঠন)**

✓ শর্ট ব্লাউজ, হাই নেক, ভার্টিকাল স্ট্রাইপ

× লম্বা ব্লাউজ, ভারী এমব্রয়ডারি

## মুখশ্রী ও ইভেন্ট অনুযায়ী নেকলাইন

হার্ট শেপ ফেস: সুইটহার্ট বা ভি-নেক
রাউন্ড ফেস: অ্যাঙ্গুলার নেকলাইন বোট নেক বা স্কয়ার
স্কয়ার ফেস: স্কুপ বা সুইটহার্ট সফট ফিনিশ
ওভাল ফেস: যে-কোনও কাট মানানসই, ব্যক্তিত্বটাই মুখ্য

ব্লাউজ একটা অভিব্যক্তি। এটা শুধু সেলাই করা একটুকরো কাপড় নয় এটা আপনার শরীর, মনের ভাষা আর অনুষ্ঠানের আবহ প্রকাশ করে। শাড়ি যখন পরছেন, ব্লাউজের ডিজাইন যেন আপনার কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠে। চোখ রাখুন শাড়ির বোল্ড ড্রেপিং স্টাইলের জন্য। নিয়ম ভাঙুন, নিজের মতো করে ফ্যাশন তৈরি করুন। কারণ, আপনি নিজেই একটা ট্রেন্ড।

ছবি সৌজন্য: পিন্টারেস্ট


সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com